NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে ৬ যাত্রীর মৃত্যু, আহত ৭

ছশিগড়ে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে হত অতিরিক্ত এসপি ৭

কলকাতা ১০ জুন ২০২৫ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.06.2025, Vol.18, Issue No. 358, 8 Pages, Price 3.00

অমৃত যাত্রায় সাফল্যের একাদশ

নয়াদিল্লি, ৯ জুন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' অস্ত্রকে হাতিয়ার করে ১১টা বছর পার করে ফেলল মোদী সরকার। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ১১ বছরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন তিনি। জানালেন, গরিবের কল্যাণ করাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য। এতদিন ধরে সেই কাজই করে এসেছে তাঁর সরকার।

'১৪০ কোটি ভারতীয়র আশীর্বাদ এবং সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে।' সোমবার এক্স বার্তায় এই দাবি করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখেছেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' নীতির দ্বারা পরিচালিত, এনডিএ সরকার দ্রুততা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে সামাজিক উন্নয়ন পর্যন্ত, জনকেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বাত্মক অগ্রগতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারত আজ কেবল দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিই নয়, জলবায়ু কর্মকাণ্ড এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী কণ্ঠস্বর। আমরা আমাদের সম্মিলিত সাফল্যের জন্য গর্বিত, একই সঙ্গে, আমরা আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য একটি নবায়িত সংকল্প নিয়ে সামনের দিকে তাকাই!

গত এগারো বছরে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং 'জীবনযাত্রার সহজতর' করার চেষ্টা হয়েছে। 'নমো অ্যাপ' আপনাকে এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে নিয়ে যাবে। ইন্টারেক্টিভ গেমস, কুইজ, সমীক্ষা এবং তথ্য প্রদানের অন্যান্য ধরণের ফর্ম্যাটের মাধ্যমে জড়িত করে অনুপ্রাণিত করবে।' শুধু তাই নয়, গত ১১ বছরে তাঁর সরকারের আরও একাধিক সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচার ও নারী কল্যাণমূলক প্রকল্প তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। স্বচ্ছ ভারত, জনধন যোজনা, মুদ্রা লোন, বেটি বাচাও, বেটি পড়াও প্রভৃতি। পাশাপাশি মহাকাশ বিজ্ঞান, শিক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নতি, শিক্ষা, খেলাধুলো প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন।

শুধু নরেন্দ্র মোদী নন, সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন বিজেপি সভাপতি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, '১১ বছর আগে দেশে তোষণের রাজনীতি ছিল যা বদলে এখন দায়িত্ববোধ ও রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতি শুরু হয়েছে। নেতিবাচকের অতীত পেরিয়ে আমরা ইতিবাচকের পথে।' বর্তমান সরকারের তিনটি নীতি তুলে ধরে নাড্ডা বলেন, 'আমাদের সরকারের লক্ষ্য পারফর্ম, রিফর্ম ও ট্রান্সফর্ম।' ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, তিন তালাক তুলে দেওয়ার মতো মোদি সরকারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথাও শোনা যায় তাঁর বার্তায়। এছাড়া সিএএ, নোটবন্দি, মহিলাদের অগ্রাধিকার ও বাজেটের সংশোধনের মতো বিষয়গুলি তুলে ধরেন তিনি। তবে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি বিরোধী শিবির।

এনডিএ সরকারের ১১ বছর পূর্তিতে কড়া সুরে আক্রমণ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর। অভিযোগ করলেন, গত ১১ বছরে কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি সরকার, শুধুই আত্মপ্রচার চালিয়ে গিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা না বলে দেশবাসীকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ২০৪৭ সালের। দাবি করা হয়েছে, ২০৪৭ সালে উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। সোমবার মহারাষ্ট্রের ঠানেতে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে রাহুল মোদী সরকারকে নিশানা করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'যখন মোদী সরকার তাদের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব করছে, তখন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে মুম্বইয়ে। ভিড়ের চাপে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।'

গত ১১ বছরে আমাদের সরকারের সকল প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল আমাদের গরিব ভাইবোনেদের জীবনের সার্বিক উন্নতি ঘটানো। উজ্জ্বলা, পিএম আবাস, আয়ুষ্মান ভারত হোক ভারতীয় জনৌষধি বা পিএম কিষাণ সম্মান নিধি। এই প্রকল্প দেশবাসীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা মানুষের জীবন সহজ করার যথাযন্তব চেষ্টা করেছি।

—নরেন্দ্র মোদী

গ্রেপ্তার ওজাহাত, কটাক্ষ মালব্যর

ওজাহাতকে তাঁর অপরাধের জন্য কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বরং অসম ও হরিয়ানার পুলিশ যখন তাঁকে খোঁজার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ চুপিচুপি তাঁকে 'নিরাপদ হেপাজতে' নিয়ে নেয়।

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণামূলক প্রচারের অভিযোগে অবশেষে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়ল ওজাহাত খান কাদরি। গার্ডেন রিচ থানায় দায়ের একটি মামলায় অভিযুক্ত ওজাহাতকে সোমবার (৯ জুন) হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল।

বিষয়টির গুরুত্ব এখানেই যে, ওজাহাতই প্রথমে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার ও আইনজীবী শর্মিষ্ঠা পনোলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারও হন শর্মিষ্ঠা। কিন্তু পরে তদন্ত ঘুরে যায় ওজাহাতের দিকেই। তদন্তে উঠে আসে, তিনিই বিভিন্ন সময়ে সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক পোস্ট করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোট সাতটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি আইনের আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলার ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। পাশাপাশি, অসম ও দিল্লি পুলিশও এই মামলায় সহযোগিতা করছে বলে সূত্রের খবর। এমনকি আদালতের তরফে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রস্তুতিও চলছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রথমদিকে কাদরির পরিবার দাবি করেছিল, তিনি নিখোঁজ। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে আসে তিনি পুলিশের হেপাজতেই রয়েছেন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে ট্রানজিট রিমান্ডে এনে কলকাতায় হাজিরা করানো হবে।

এদিকে, ওজাহাত খান কাদরির গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি বিস্ফোরক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, 'ওজাহাতকে তাঁর অপরাধের জন্য কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বরং অসম ও হরিয়ানার পুলিশ যখন তাঁকে খোঁজার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ চুপিচুপি তাঁকে 'নিরাপদ হেপাজতে' নিয়ে নেয়।'

মালব্যর অভিযোগ, 'ঠিক যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেখ শাহজাহানকে বাঁচাতে পারেননি, তেমনই এবারও তিনি ওজাহাত খানকে রক্ষা করতে পারবেন না। বিচার হবেই। আইন রক্ষা পাবে। ঘৃণা ছড়ানো ব্যক্তিদের রাজনৈতিক মদত কোনওদিন ঢাল হয়ে উঠতে পারে না।' যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণাভাষণ ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে ওজাহাতের বিরুদ্ধে গল্ফগ্রিন থানায় মামলা হয়েছিল এবং সেই মামলার ভিত্তিতেই সোমবার সন্ধ্যায় অ্যামহার্স্ট স্ট্রিট থানার কাছে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অনুব্রতকে জেলে পুরবই, বোলপুরে গর্জন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বীরভূমের বোলপুর থেকে বিধানসভা ভোটের গর্জন শোনালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বোলপুরেই তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুব্রত মণ্ডলকে নিশানা করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'পাঁচ বছর অনুব্রতকে জেলে পুড়ে রাখব, লিখে রাখুন, আমি শুভেন্দু অধিকারী।' জনসভা থেকে শুভেন্দু ঘোষণা করেন, 'আমরা হিন্দু ওবিসি যাত্রা করব। যে ভাবে হিন্দু ওবিসিদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এই রাজ্যে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে সম্মান পদযাত্রা করব।' তিনি বলেন, এই যাত্রা অনুব্রত মণ্ডল জেলে না যাওয়া পর্যন্ত চলবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'লাভ জিহাদ, ভোট জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের অনুপ্রবেশ জিহাদ; সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন। তাই ভারতবিরোধী আন্দোলনে কাকদ্বীপের বাসিন্দাকে তৃণমূল নেতার সঙ্গে দেখা যায়।' এর পাশাপাশি তৃণমূলকে সরাসরি 'জামাত হেপাজতে'র দল বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এই দলটাই ভারতবিরোধী, জঙ্গিদের মদতদাতা ও আশ্রয়দাতা রাজনৈতিক সংগঠন।'

জাতপাত এবং ওবিসি রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর আক্রমণ, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ; হিন্দুরা ভাগ হবেন না। নাপিত, কুর্মি, গোপ, মালাকার; এইসব হিন্দু ওবিসি গোষ্ঠীগুলিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ করে দিয়েছেন। ১৮০টি ওবিসি তালিকার মধ্যে ১১৯টি সংরক্ষণ দিয়েছেন মুসলমানদের জন্য।' শেষে তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, '২০২৬-এ আমাদের সরকার করতে দিন। পাঁচ বছর অনুব্রতকে জেলে পুড়ে রাখব। লিখে রাখুন, আমি শুভেন্দু অধিকারী।'

এখন স্থগিত স্মার্ট মিটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কিছু অভিযোগ আসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর সেই ঘোষণাতেই রাজ্য সরকারের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ ছুড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগ স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশিকার একটি ভিডিও পোস্ট করেন শুভেন্দু। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে জুড়ে দেন জনপ্রিয় বাংলা গান; 'ঠ্যালায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না।' একই সঙ্গে পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, 'বোঝো ঠ্যালা!'

বিদ্যুৎ দপ্তরের বিবৃতি অনুযায়ী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস ও টেলিকম টাওয়ারের মতো জায়গায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এরপর পরীক্ষামূলক ভাবে রাজ্যের তিন-চারটি জেলায় কিছু সংখ্যক গার্হস্থ্য গ্রাহকের বাড়িতেও এই স্মার্ট মিটার বসানো হয়। কিন্তু সেই পর্যায়ে কিছু সমস্যা ও অভিযোগ সামনে আসে। দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে এবং গ্রাহকদের স্বার্থে আরও পর্যালোচনা করার জন্য আপাতত গার্হস্থ্য গ্রাহকদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানোর কাজ স্থগিত রাখা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ সম্প্রতি স্মার্ট মিটার নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। এবার সেই বিতর্কের মধ্যেই সরকার এই পদক্ষেপ নেওয়ায়, ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আতঙ্ক নয়, কোভিডে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যেও আবার বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ। তবে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যসচিব, কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিরা এবং একাধিক বিশিষ্ট চিকিৎসক।

বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'কোভিড শুনলেই মানুষ ভয় পেয়ে যান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবে সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি অতিমারির মতো নয়, তবে যাঁদের অন্যান্য শারীরিক জটিলতা রয়েছে, তাঁদের জন্য বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দিচ্ছি।'

সব ধরনের হাসপাতালেই বেড, অক্সিজেন এবং ওষুধ মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোভিডের উপসর্গ দেখা দিলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ এরপর ২-এর পাতায়

শোকপ্রস্তাবে ক্ষোভ, বিধানসভায় বিতণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই মুসলিম তোষণের অভিযোগ তুলে বিধানসভা চত্বরের অন্দর ও বাইরে ক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। একদিকে অধিবেশনের শুরুতে শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের দাঙ্গায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দনের নাম না থাকায় অন্দরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা, অন্যদিকে বিধানসভা গেটের বাইরে পশুর রক্ত রাস্তায় মেশার ঘটনা তুলে প্রতিবাদে নামে হিন্দু সেবা দল।

প্রথা মেনে সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটক ও কৃতী ব্যক্তিদের নাম থাকলেও, বিজেপির অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নাম রাখা হয়নি। বিধানসভার মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ ওই দুই নিহতের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালেও, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা গ্রহণ করেননি।

এর প্রতিবাদে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে পৃথক ভাবে শোকপ্রস্তাব পাঠ করে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি বিধায়করা। শংকর ঘোষ বলেন, 'সবার নাম থাকলেও শুধু মুর্শিদাবাদের হিন্দু পিতা-পুত্রের নাম বাদ গেছে। এটা তৃণমূলের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের নমুনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এভাবে দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবে না।' অন্যদিকে বকরি ইদের দিনে কলকাতার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে জমা জলে পশুর রক্ত মেশার অভিযোগ তুলে বিধানসভা গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দু সেবা দল নামে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, মুসলিম

তোষণ করতে গিয়েই হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। পুলিশ পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে শোকজ্ঞাপন করে শুরু হয় রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন। প্রথামাফিক, সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা, বিধায়ক তাপস সাহা, বামনেতা নেপালদেব ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি মনোজ কুমার এবং পহেলগাঁও হামলায় নিহত পর্যটকরা। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর দিনের অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।

তবে এই শোকপ্রস্তাব ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি অভিযোগ করেছে, কাশ্মীরে পাকিস্তানি সেনার গুলিতে নিহত ভারতীয় সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের নাম শোকপ্রস্তাবে উল্লেখ না করায় তৃণমূল সরকার 'দেশবিরোধী অবস্থান' নিচ্ছে। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেশবিরোধী মনোভাব নিচ্ছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় জওয়ানের নাম বাদ গেছে।' পাশাপাশি সামশেরগঞ্জের হরগোবিন্দ দাস ও

■ এরপর ২-এর পাতায়

কমিশনার বদল ব্যারাকপুরে

ব্যারাকপুরের নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন মুরলীধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরের নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন মুরলীধর, সিআইডিতে গেলেন অজয় ঠাকুর।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উচ্চপদস্থ পর্যায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। সোমবার রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের পুলিশ সার্ভিস সেলের নির্দেশে দু'জন আইপিএস অফিসারকে একাধিক দায়িত্বে রদবদল করা হয়েছে। পুলিশ সার্ভিস সেলের সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের আদেশে এই রদবদল কার্যকর হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের আইপিএস সেল থেকে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই দুই আধিকারিককে অবিলম্বে তাঁদের নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁরা ওই পদেই বহাল থাকবেন।

আইপিএস মুরলীধর বর্তমানে তিনি এসভিএসপিএ, ব্যারাকপুরের ডিরেক্টর ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রশিক্ষণ বিভাগের আইজি পদে নিযুক্ত। তাঁকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আইজি পদমর্যাদায় নতুন পুলিশ কমিশনার (সিপি) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আইপিএস অজয় কুমার ঠাকুর, যিনি এতদিন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি হিসেবে কর্মরত ছিলেন ডিআইজি পদমর্যাদায়, তাঁকে এবার পশ্চিমবঙ্গের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) ডিআইজি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

এই রদবদল প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে ও জনস্বার্থে করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নবান্ন। পুলিশ মহলে এই রদবদলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নেতৃত্বে আইজি পদমর্যাদার একজন অফিসারকে বসানো এবং সিআইডিতে নতুন দায়িত্বে অজয় ঠাকুরকে নিয়ে আসা; দু'টি পদক্ষেপকেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন পর্যবেক্ষকরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যারাকপুর অঞ্চলে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনার জেরেই সরতে হল অজয় কুমার ঠাকুরকে।

এদিনই সচিবস্তরেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘোষণা করা হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের সচিব

■ এরপর ২-এর পাতায়

মধুচন্দ্রিমায় মরণযাত্রা, স্বামী খুনে সুপারি কিলার-সহ ধৃত স্ত্রী

শিলং, ৯ জুন: পাহাড়ে রোমান্টিক মধুচন্দ্রিমা এখন তিনটি রাজ্যজুড়ে এক অপরাধমূলক রহস্যে পরিণত হয়েছে। মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় অবস্থিত সোহরায় ওয়েইসাওডং পার্কিং লট-লাগোয়া এক গভীর খাদ থেকে ইন্দোরের ২৯ বছর বয়সি রাজা রঘুবংশীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের দু' সপ্তাহ পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন নিহতের স্ত্রী সোনম। তিনি উত্তরপ্রদেশের বারাণসী-গাজিপুর প্রধান সড়কের পাশে একটি ধাবায় আত্মগোপন করেছিলেন। তবে সোনমের দাবি, তিনি তাঁর স্বামীকে খুন করেননি, তাঁকে অপহরণ করে ওই ধাবায় নিয়ে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মেঘালয় পুলিশ এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মধ্যপ্রদেশ থেকে তিন সুপারি-কিলার (ভাড়াটে খুনি) সহ সোনমের প্রেমিক আনন্দ রাজা কোশবাহাকে গ্রেপ্তার করেছে, যাঁর সঙ্গে ধৃত সোনমের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। গাজিয়াবাদে সোনমকে গ্রেপ্তারের পর সোমবার সকালে তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা সাত দিনের মধ্যে অর্জিত এই সাফল্যের জন্য রাজ্য পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

নিহত তরুণের মা উমার সন্দেহ সোনমের দিকেই। বউমা দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। সোনমের ওপর সন্দেহ থাকলেও এখনই তাঁকে 'অভিযুক্ত' বলে দাগিয়ে দিতে চান না সোনমের দেওর বিপুল রঘুবংশী! সোনমের পিতা দেবী সিংহের অবশ্য

দাবি, তাঁর মেয়ে এমন কাজ করতেই পারেন না। গোটাটাই মেঘালয় পুলিশের তৈরি করা গল্প বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত হলেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। দম্পতির পরিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

গত ১১ মে বিয়ের পর মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় অবস্থিত সোহরায় এসেছিলেন ইন্দোরের পর্যটক-দম্পতি রাজা রঘুবংশী এবং সোনম রঘুবংশী। ২২ মে শিলং থেকে তাঁরা সোহরায় এসেছিলেন। ২৩ মে সকাল ১০টায় শেষবারের মতো তাঁদের মাউলাখিয়া পার্কিং লটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে দুজনেই নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁদের সন্ধানে অভিযান চালান মেঘালয় রাজ্য পুলিশ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), বিশেষ অভিযান দল (এসওটি) এবং পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা অ্যাডভেঞ্চার মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্যরা। ড্রোন সহযোগে আট দিনের নিবিড় অনুসন্ধান অভিযানের পর ২ জুন ওয়েইসাওডং পার্কিং লট-লাগোয়া এক গভীর খাদ থেকে রাজা রঘুবংশীর ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু সন্ধান মেলেনি রাজার নববিবাহিত স্ত্রী সোনমের।

বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করে তদন্তকারী পুলিশের দল। সোনম কোথায়, মৃত না জীবিত, তাঁকে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছে কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর পেতে ময়দানে নামে পুলিশ। এরই মধ্যে তদন্তের সূত্র ধরে ইন্দোর পৌঁছে যায় মেঘালয় পুলিশের দল। তাঁরা সেখানে গ্রেপ্তার করেন তিন ভাড়াটে খুনিকে। এরপর পাকড়াও করেন সোনমের বিবাহবহির্ভূত প্রেমিক রাজা কুশবাহাকে।

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের এডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ জানান, সোনম রঘুবংশীকে মেঘালয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এখনও সোনম রঘুবংশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। কারণ ঘটনার মামলা মেঘালয়ে নথিভুক্ত।

■ এরপর ২-এর পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৯৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nani Gopal Das ও M. G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Laltu Baul Das S/o. Jaydeb Baul Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Laltu Baul Das & Laltu Khetrapal, আমার স্ত্রী Rina Baul Das & Rina Khetrapal ও আমার পুত্র Soumen Baul Das & Soumen Khetrapal, সর্ব সাং বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৭৪৭ নং এফিডেভিট বলে Meraj Mullick S/o. Hesamuddin Mullick ও Miraj Mallick S/o. H. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৬৪ নং এফিডেভিট বলে Pralay Kr. Santra S/o. Ranjit Santra ও Pralay Santra S/o. R. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukanta Kumar Set (old name) S/o. Kashi Nath Sett R/o. Sonar Gaon Apartment, Natun Teli Lane, Hazinagar, Srimani Bagan, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sukanta Kumar Sett (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sukanta Kumar Set & Sukanta Kumar Sett S/o. Kashi Nath Sett উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রাহুল সেখ ৪/৬/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Rahul Sekh ও Rahul Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৪২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Riajul Ali (old name) S/o. Nur Mohammad R/o. Gangarampur, Mandra, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Riyajul Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Riajul Ali & Riyajul Ali S/o. Nur Mohammad উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রাহুল সেখ ৪-৬-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Ayanul Sekh ও Ainul Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল জন্ম তাং ১/১/২০০৭।

নাম-পদবী

আমি রীনা ভৌমিক, স্বামী-ঁ গোপাল চন্দ্র ভৌমিক, সাং- উঃ সুরভীস্থান, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, গত ইং- ০৫-০৬-২৫ তারিখে জেলা নদীয়া, রানাঘাট ৩য় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) আদালতে হলফনামা বলে কহিতেছি যে জেলা নদীয়া, কোতয়ালী থানার অধীন ১২৫ নং গোপালপুর মৌজাস্থিত ২৯৩ নং দাগে ২৭ শতক ভূমি ১৭৩০ নং খতিয়ানে আমার নাম রীনা ভৌমিকের স্থলে ভুলবশতঃ বীনা ভৌমিক বলিয়া রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে রীনা ভৌমিক ও বীনা ভৌমিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী রাধা অধিকারী, স্বামী- শ্রী তুষার কান্তি অধিকারী, সাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম, ১) শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী, ২) শ্রী বিশ্বজিৎ চৌধুরী, ৩) শ্রীমতী ববিতা ভট্টাচার্য্য, সর্ব্বপিতা- ঁঅমল কুমার চৌধুরী, সর্বসাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম এর পক্ষে গত ইং- ০৮/০৩/২০১৮ এ. ডি. এস. আর., শিলদা রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত IV- 03/2018 নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বরূপে এবং স্বয়ং শ্রীমত্যা শোভা চৌধুরী, স্বামী- ঁঅমল কুমার চৌধুরী, সর্ববসাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে গত ইং- ২৮/০২/২০২৫ তারিখের শিলদা, অ্যাডিশন্যাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ২৯০/২০২৫ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত বিনপুর থানাধীন শিলদা মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ৩০৫, খতিয়ান নম্বর- ৩২০ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ৫০৬/৯৮৭ মধ্যে ০.৫ ডেসিমেল পুকুরপাড় শ্রেণীভুক্ত বাস্তযোগ্য ভূমি খরিদ করিয়াছেন।

আমার উপরিউক্ত মক্কেল উক্ত ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., বিনপুর - ২ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন।

JOYPRAKASH DAS
ADVOCATE
JUDGESó COURT
JHARGRAM

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// ইন দি কোর্ট এফ ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী, এ্যাট চিনসুরা //
এ্যাকট -৩৯ কেস নং- ২৯/২০১৮
দরখাস্তকারী :- ভোলানাথ পাত্র
প্রতিপক্ষ :- কানন পাত্র দীং

এতদ্বারা জনসাধারন কে জানানো যাইতেছে যে-**বৈদ্যনাথ পাত্র**, পিতা- যুগল কিশোর পাত্র, সাকিম-মামুদপুর (এস) পোঃ - জগৎনগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ৬ই মে-১৯৯৮ সালে সম্পাদিত ও সিঙ্গুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭ নং উইল বলে জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুরের অন্তর্গত **মীর্জাপুর-বাঁকিপুর মৌজায়**, জে.এল. নং-৬৩, ৩০৯৮ দাগে শালি - ২৪ শতক, ৩০৯৭ দাগে শালি ০৫ শতক, জে.এল. নং-৭৩, **জগৎনগর মৌজায়** - ২৯৫৪ দাগে শালি - ১৬ শতক, ৩৩৯১ নং দাগে শুনা- ১০ শতক, ৩০৪৮ নং দাগে শালি- ১০ শতক, ২৬৯৭ দাগে শুনা ৮ শতক, ২৯১০ নং দাগে শালি ১ শতক, ১০৫৯ দাগে শুনা ৭ শতক, ২৮৪৫ নং দাগে শুনা ৬ শতক, ২৯১৭ নং দাগে পুকুর -১/৪ শতক, জে. এল. নং-৭৭ **মামুদপুর মৌজায়**, ১৫০৯ নং দাগে পুকুর ২ শতক, ১৫১১ দাগে ভিটি ৮ শতক, ১৫১২ নং দাগে বাস্তু ৮ শতক, জে.এল. নং- ৭৫ **শ্রীরামপুর বেরাবেরী মৌজায়** ৭৫ নং দাগে শালি ৯ শতক সম্পত্তি, **শ্রী ভোলানাথ পাত্র**, পিতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ পাত্র সাকিম- মামুদপুর (এস) পোঃ - জগৎনগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন নম্বর ৭১২৪০৯ এর নাম বরাবর তাহার অন্তিম উইল করিয়া গিয়াছেন, উক্ত উইল খানি প্রোবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী **শ্রী ভোলানাথ পাত্র** হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে অত্র বিচারাধীন মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন রকম আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং বা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন। অন্যথায় মামলার একতরফা শুনানী হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
চিররঞ্জন ঘোষ (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট হুগলী, এ্যাট চিনসুরা

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট কোর্ট এ্যাট চন্দননগর
২০২৪ সালের এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৫৪/২০২৪
দরখাস্তকারী - অরুন প্রামানিক

উপরিউক্ত নং মোকর্দ্দমায় **অরুন প্রামানিক**, পিতা- মৃত মধুসূদন প্রামানিক, মাতা - মৃতা সবিতা প্রামানিক, সাকিম - গ্রাম ও পোঃ- পলতাগড়, ঘনশ্যামপুর (বাউরিপাড়া), থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী:, পিন- ৭১২৪০৯, এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, উপরি উল্লিখিত সাকিমে মৃত **মধুসূদন প্রামানিক**, পিতা- শ্রী নিমাই প্রামানিক (পিতা - মৃত অক্ষয় প্রামানিক) ও **শ্রীমতি অনিমা প্রামানিক**, স্বামী - শ্রী নিমাই প্রামানিক ও দরখাস্তকারীর মাতা সবিতা প্রামানিক বিগত ইংরাজী ২২/১২/২০১৬ তারিখে সি.এন.এম.সি. কলিকাতা - ৭০০০১৪ ও **মধুসূদন প্রামানিক** পলতাগড় সিঙ্গুর হুগলী সাকিমে ইংরাজী ২১/০৫/২০২২ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন এবং উক্ত দরখাস্তকারীর মাতা মৃতা **সবিতা প্রামানিক** ও পিতা - মৃত **মধুসূদন প্রামানিক** এর জয়েন্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট যাহা জেলা হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল ও কো-অপরারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, যাহার হেড অফিস নেতাজী সুভাষ রোড, পো ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০১, যাহা ইংরাজীর ১৭/১০/২০০৬ তারিখে ৮০,০০০ (আশি হাজার) টাকা ডিপোজিট আছে। যাহার ইনভেস্টমেন্ট ডিপোজিট সার্টিফিকেট অফিসে ১৭/১০/২০২৪ তারিখে যাহা মোট ১,৬৬,৫৯১ (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচ শত একানব্বই) টাকা যাহার সার্টিফিকেট নং - ০৮৩৯৮৬, যাহা সিঙ্গুর ব্রাঞ্চ অফিস হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, উক্ত ব্যঙ্কে IFSC Code No. WBSCOHDCB16, ফোন নং ০৩৩-২৬৩০০২১৫, যাহা মৃত ব্যক্তিদের যৌথ সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নং 132120027236 যাহা যৌথ ভাবে উভয়ের সাকিম - গ্রাম ও পোঃ- পলতাগড়, ঘনশ্যামপুর (বাউরিপাড়া), থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৯। যাহা সর্ব মোট ক্যালকুলেটেড আপ টু ১১/০৭/২০২৪, ১,০২,২৯০,৬৮ (এক লক্ষ দুই হাজার দুই শত নব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) যাহা সর্ব মোট ১,০২,২৯০.৬৮, (এক লক্ষ দুই হাজার দুই শত নব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) + ১,৬৬,৫৯১ (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচ শত একানব্বই) টাকা = ২,৬৮,৮৮১.৬৮ (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার আট শত একাশি টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) যাহা আপ টু ডেট সুদ সহ গচ্ছিত টাকার জন্য দরখাস্তকারী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট এ দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি দেওয়ার থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা তাহার উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা বা উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় দরখাস্তকারীর পক্ষে বা অনুকূলে একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অলোক মালাকার (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর আদালত
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মোসাম্মত মরিয়াম বিবি স্বামী আবুল হাসেম সাকিম জয়পুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইং ১১/১২/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5608/ 2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**কোচিনা বিবি** স্বামী দীলু খান সাকিম কোটালপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে রেজিষ্ট্রীকৃত যথাঃ ক)I-7027/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মোহম্মদ হাসিব** পিতা লাল মোহম্মদ, সাকিম কোটালপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী, হাল সাকিম মুন লাইট টেলর, মহতী, সমস্তিপুর, বিহার-৮৪৮২১১, মহাশয়কে ৩.৮৮ শতক এবং খ)I-7028/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ মুজিবুর রহমান** পিতা লাল মোহম্মদ, সাকিম ১৩৩/১৪, জি.টি. রোড, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলী-৭১২২৩৩ মহাশয়কে ৩.৮৮ শতক একুনে (৩.৮৮+৩.৮৮) শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২২১০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৯৩২ নং দাগে শালি জমি ক)**মোহম্মদ হাসিব** পিতা লাল মোহম্মদ মহাশয়কে ষোল আনায় ১২ শতক তমধ্যে ৩.৮৮ শতক এবং খ) **মহঃ মুজিবুর রহমান** পিতা লাল মোহম্মদ, মহাশয়কে ষোল আনায় ১২ শতক তমধ্যে ৩.৮৮ শতক, একুনে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে (৩.৮৮+৩.৮৮) শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ক্রেতাগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**কোচিনা বিবি** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মহামান্য জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
রেফা : প্রবেট স্যুট - ১২/২০২৩

শ্রী গুরুতারন মন্ডল, পিতা- মৃত কালিপদ মন্ডল, সাকিম - কেওটা, মীরপুর, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২১০৪ .... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে,- বর্তমানে মৃত **সাগর চন্দ্র ওরফে সাগর মন্ডল** (মৃত্যু-০৮/০৯/২০১৬) পিতা- মৃত কালিপদ মন্ডল, স্থায়ী সাকিম- কেওটা, মীরপুর, পো: সাহাগঞ্জ,থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৪, তাহার প্রাপ্ত ত্যক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র **শ্রী প্রসেনজিৎ মণ্ডল**, পিতা গুরুতারন মণ্ডল, সাকিম - কেওটা, মীরপুর, পো:- সাহাগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী পিন - ৭১২১০৪, বিগত ইংরাজী ১৮/৮/২০১৫ তারিখে জেলা- হুগলী, থানা চুঁচুড়া, ৭নং জে.এল. ভুক্ত, কেওটা মৌজার ৩৮০৪ নং দাগ তথা এল. আর. ৬৭০৫ নং (অংশ), ডাঙ্গা জমি ০.১০৮ একর হাল এল.আর. ৩০৮৫/৭ নং দাগে ১\ ষোলো আনার মধ্যে ০.৪৬ শতক সম্পত্তি উইল মূলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে উক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সাটিফিকেটের জন্য উক্ত মহামান্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে কাহার কোনো আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা জজ আদালত

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই জুন। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গল বার। চতুর্দশী যুক্ত, সকাল ১১/ ৫ র পরে পুর্নিমা তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ চম্পক চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত। সকাল ১১/৫ পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত। শুভ কর্মগু ঋন গ্রহণ। ঔষধ করন। বিবাহ।গ্রহ পুজা।)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE

In the Court of the Ld. District Delegate, At Kharagpur
Succession Case No- 07/2024

1) **Anima Chakraborty** D/O Lt. Bibhuti Bhusan Chakraborty resident of Nimpura, W.No.-12, P.O.- Nimpura, P.S- Kharagpur(T), Dist- Paschim Medinipur, Pin-721304.
2) **Nibedita Chakraborty** D/o Lt. Bibhuti Bhusan Chakraborty & W/o- Manoj Kumar Chakraborty resident of Chichra, P.O.- Chichra, P.S- Jhargram, Dist- Jhargram, Pin- 721507.
3) **Aparajita Chatterjee** D/o Lt. Bibhuti Bhusan Chakraborty & W/o - Nirmal Kumar Chatterjee resident of Birsanagar, P.O.- Birsanagar, Dist- East Singhbhum, Pin-831004, Jharkhand. **...Petitioners**

Whereas the above named petitioners has filed the above noted Succession Case for getting Succession Certificate in respect of the schedule of assets mentioned in the original petition towards the death of the sister of the petitioners namely Late **Ashima Chakraborty**.

If any person/persons has/have objection for granting Succession Certificate towards the Schedule below assets in favour of the petitioners, then he/she/they would appear before the Ld. Court and file OBJECTION within 30 (Thirty) days from the publication of this notice or **date fixed (11.07.2025)**. Otherwise the above noted case would disposed with due process of law.

SCHEDULE OF ASSETS : Life Time Arrears of Family Pension of Rs. **4,15,474 /-** with interest (if any) lying at South Eastern Railway, Kharagpur Workshop.

BY ORDER /-
Madan Mishra, Sherestadar,
District Delegate, Kharagpur
Dated : 05/06/2025

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মধুচন্দ্রিমায় মরণযাত্রা

প্রথম পাতার পর

এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) অমিতাভ যশ জানান, ‘সোনম রঘুবংশী ভোর ৩টের দিকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানান যে, তিনি বারাণসী-গাজিপুর প্রধান সড়ক লাগোয়া কাশী ধাবায় আছেন। সোনমের পরিবারের সদস্যরা ইন্দোর পুলিশকে এই তথ্য দেন। এরপর ইন্দোর পুলিশ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে।’ গ্রেপ্তারের পর গাজিপুর পুলিশ তাঁকে প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে গাজিপুরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে যায়।

মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার পুলিশ সুপার বিবেক সিয়ামকে পাশে নিয়ে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টিনসং বলেন, ‘গত মে মাসে (২০২৫) পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের এক হানিমুন-দম্পতির নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘটনার নিরন্তর তদন্ত এবং তিনটি রাজ্যের সমন্বয়ে এই মামলার সাথে জড়িত চারজনকে (পরে একজন) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু’জনকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে এবং একজন উত্তরপ্রদেশের ললিতপুর থেকে।’

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম উভয়ই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমা পালন করতে এসে নিখোঁজ হয়েছিলেন উভয়ে। তবে গত ২ জুন রাজা রঘুবংশীর মৃতদেহ সোহরায় ওয়েইসাওডং পার্কিং লট-লাগোয়া এক গভীর খাদ থেকে উদ্ধার করা হয়। এর পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলা রুজু করে তদন্ত তীব্র করে। সোনম সহ সব অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে খুনের উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করবে মেঘালয় পুলিশ।’

সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার বিবেক সিয়াম জানান, প্রথম অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ললিতপুরের ১৯ বছর বয়সি আকাশ রাজপুত, তার পর ২২ বছর বয়সি বিশাল সিং চৌহান এবং ২১ বছর বয়সি রাজসিং কুশওয়াহা, দু’জনেই ইন্দোরের বাসিন্দা। তিনি বলেন, ঘটনার পর থেকে যিনি নিখোঁজ ছিলেন রবিবার ভোরে তাকে অর্থাৎ রাজার স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাগর জেলা থেকে আরেক অভিযুক্ত এবং পঞ্চমজনকে গ্রেপ্তার করে নন্দগড় থানায় রাখা হয়েছে।

পুলিশ সুপার বিবেক সিয়াম বলেন, অপরাধটি ২৩ মে সংগঠিত হয়েছিল। ঘটনার কিছুক্ষণ পর অভিযুক্তরা শিলং থেকে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, ঘটনার পর পুলিশ জানত না যে এটি একটি খুনের ঘটনা। তাই ঘটনাকে নিখোঁজ মামলা হিসেবে রুজু করে তদন্ত শুরু করে মেঘালয় পুলিশ। কিন্তু ২ জুন রাজা রঘুবংশীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করা হয়। মাত্র সাত দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করে এসআইটি।

এসপি বিবেক সিয়াম বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, রাজ কুশওয়াহা সোনমের প্রেমিক। সে এই অপরাধ সংগঠিত করেছে। তিনি বলেন, পুলিশের অভিযান তীব্রতর হওয়ায় আত্মগোপনকারী সোনম হঠাৎ করে তাঁর পরিবারের মাধ্যমে আত্মসমর্পন করেন। পুলিশ সুপার বলেন, তাঁদের বিশ্বাস, সব অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে রাজা রঘুবংশীকে খুনের পেছনের উদ্দেশ্য এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হবে।

কমিশনার বদল

প্রথম পাতার পর

স্মারকি মহাপাত্রকে ‘ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্টে’র অধিকর্তা করা হয়েছে। এই পদে আগে ছিলেন পি মোহনগান্ধী। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক নিগমের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি শিল্প দপ্তরের বিভাগীয় সচিবের দায়িত্বও সামলাবেন।

কমার্শিয়াল ট্যাক্স দফতরের কমিশনার দেবীপ্রসাদ কারানাম অর্থ দপ্তরের নতুন বিভাগীয় সচিব হয়েছেন। তাঁর জায়গায় কৃষি দপ্তরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি উমা শঙ্কর কমার্শিয়াল ট্যাক্স দফতরের নতুন কমিশনার হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরিকে দিঘার জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সিইও করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি সামলাবেন।

বিধানসভায় বিতণ্ডা

প্রথম পাতার পর

তাঁর পুত্র চন্দন দাসের নাম না থাকাতেও ক্ষোভ জানিয়েছে বিজেপি।

তৃণমূলের তরফে এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও বিধানসভার সচিবালয় সূত্র জানাচ্ছে, ওইদিনের শোকপ্রস্তাবে সম্প্রতি প্রয়াত কৃতী ব্যক্তিদেরই শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, আজ বিধানসভায় আনা হচ্ছে একটি বিশেষ প্রস্তাব; পাকিস্তানি জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে ‘অপারেশন সিঁদুরে’ সফলভাবে সম্পন্ন করায় ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানাতে। দু’ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনার সম্ভাবনা থাকছে এই প্রস্তাবকে ঘিরে। বিজেপির পক্ষ থেকে সেই আলোচনাতেই ঝন্টু আলি শেখের নাম না থাকার বিষয়টি উত্থাপন করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আতঙ্ক নয়, কোভিডে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার আগেই কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কতা হিসেবে প্রস্তুতি সেরে রেখেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আশা করি অতিমারির পরিস্থিতি তৈরি হবে না। তবে যদি কখনও সেই পরিস্থিতি আসে, তা হলেও অসুবিধা হবে না, কারণ সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।’

বিশিষ্ট সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. যোগীরাজ রায় জানিয়েছেন, বর্তমানে যে ভাইরাসটি ছড়াচ্ছে তা ওমিক্রনের একটি উপপ্রজাতি। দ্রুত এই ঢেউ কেটে যাবে বলেই আশা করছেন চিকিৎসকেরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এটিকে ‘ভেরিয়েন্ট অব কনসার্ন’ হিসেবে চিহ্নিত করেনি। তাই উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলেই মত রাজ্য প্রশাসনের।

‘বাংলা এখন জিহাদি শক্তির আঁতুড়ঘর’! রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশবিরোধী মৌলবাদী শক্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে!’ এক্স হ্যান্ডেলে এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, ‘জিহাদি ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে ইসলামী সন্ত্রাসের বীজ বপনের সমস্ত আয়োজন এখন বাংলার মাটি থেকেই হচ্ছে।’ সুকান্তর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একাধিক দেশবিরোধী মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা বহু ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই গ্রেপ্তার করেছে। এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা নির্বিঘ্নে বাংলায় লুকিয়ে থাকার সুযোগ পেলেও রাজ্য প্রশাসন তা নিয়ে নিশ্চুপ থেকেছে বলে তোপ দাগেন তিনি। আরও বড় অভিযোগ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজ্য পুলিশ বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, ‘স্পাইনলেস স্টেট পুলিশ’ অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে কার্যত অস্বীকার করছে। সীমান্তে বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার যখন কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি চাইছে, তখন তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, এই অভিযোগও তোলেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর দাবি, ‘অবৈধ অনুপ্রবেশ আরও সহজ করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি দিচ্ছেন না। এর ফলে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে।’ সবশেষে সুকান্তর অভিযোগ, ‘তোষণ-আক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী

এখন জঙ্গি চরদেরও নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে চলেছেন!’ তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি শুধু রাজ্যের জন্য নয়, গোটা দেশের পক্ষেই এক ভয়ঙ্কর অশনিসংকেত। রাজ্যের প্রশাসন বা তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোড়ন ফেলেছে বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই তীব্র আক্রমণ।

আদা-রসুন চাষে কৃষকদের উৎসাহ দিতে বিশেষ প্রকল্প আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কৃষকদের আদা ও রসুন চাষে উৎসাহ দিতে বিশেষ প্রকল্প আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক নির্দেশের পর দ্রুত সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় এই চাষে জোর দিতে চলেছে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও ভর্তুকির মাধ্যমে আদা ও রসুন উৎপাদন বাড়ানোই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের আগেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। তবে এখন নির্দিষ্ট প্রকল্প আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক ভর্তুকির প্রস্তাব পাঠানো হবে অর্থ দপ্তরে। অনুমোদন মিললেই প্রকল্প চালু হবে।’

এর মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে ‘গরুবাথান’ জাতের আদার চাষ শুরু হয়েছে। মূলত উত্তরবঙ্গে চাষ হওয়া এই জাতের আদা বাঁকুড়াতেও ভালো ফলন দিচ্ছে বলে দাবি কৃষকদের। স্থানীয় কৃষক উৎপল মহাপাত্র জানান, ‘শীতের আগে বীজ বপন করে প্রতি একরে প্রায় ৬০ ক্যুইন্টাল আদা পেয়েছি। বিক্রিও তাড়াতাড়ি হচ্ছে।’ এই সাফল্যের ভিত্তিতে অন্যান্য জেলায় কৃষকদের উৎসাহিত করতে চায় সরকার। শুধু মাঠে নয়, বাড়ির উঠোনে চাষ করার পদ্ধতিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সংরক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ভাবনাও চলছে। বর্তমানে রাজ্যে বছরে প্রায় ১.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন আদা ও ৩৮,৬২০ মেট্রিক টন রসুন উৎপাদিত হয়। কালিম্পং, দার্জিলিং, গড়বেতা, তেহট্ট, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান এই ফসলের মূল উৎপাদক এলাকা হলেও অগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমদানির উপর নির্ভর করতে হয় রাজ্যকে। ফলে দাম অনেকটাই বেড়ে যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ জুন ২০২৫, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার

দাড়িভিট-কাণ্ডে হাইকোর্টে তিরস্কৃত এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাড়িভিট-কাণ্ডে হাইকোর্টে তিরস্কৃত এনআইএ। আদালত সূত্রে খবর, দাড়িভিট তদন্তে অগ্রগতি দেখাতে ৯ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য করলেন বিচারপতি। সোমবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী রাজ্যের কাছে এদিন জানতে চান, এই ঘটনায় ১৪ মাস তদন্তে অগ্রগতি কোথায় তা নিয়ে। এরপরই রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বিচারপতিকে ভর্ৎসনার সুরে বলতে শোনা যায়, 'এনআইএ অফিসার নিজেদের আদালতের ওপরে ভাবছে!' তদন্তে অপারগ হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও এদিন দেয় বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে দাড়িভিট কাণ্ডে ২ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হয়। এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। এরপর ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। এনআইএ তদন্ত বহাল রাখে ডিভিশন বেঞ্চও। এনআইএ আইনজীবী আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'ত্রুটিযুক্ত তদন্ত প্রক্রিয়া করেছে রাজ্যের পুলিশ। গুলিতে মৃত্যু অথচ গুলি পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়নি পদ্ধতি মেনে।' তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। উল্টে এনআইএ-কেই ভর্ৎসনা করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

উদ্ধার বিএসএফ জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইকো পার্ক থানার শুলংগুড়ি রাম মন্দির এলাকায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিএসএফ জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ। মৃত জওয়ানের নাম সূর্যকান্ত দাস। বছর আটত্রিশের সূর্যকান্তর বাড়ি ওড়িশাতে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে মাসখানেক আগে ইকো পার্ক থানার শুলংগুড়ি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেন ওই জওয়ান। সোমবার সকালে ওই ভাড়াবাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। তবে আত্মহত্যা করার আগে পরিবারের সদস্যদের স্যুইসাইড নোট পাঠিয়েছিলেন ওই জওয়ান। এরপর সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা এসে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এই ঘটনার খবর পেয়ে আসে ইকো পার্ক থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন বিএসএফ-এর আধিকারিকরাও। এদিকে ইকো পার্ক থানা সূত্রে খবর, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে ইকো পার্ক থানার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে তাদের কাছে খবর আসে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এরপরই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে মৃত ব্যক্তি একজন বিএসএফ জওয়ান। এর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির ঘর থেকে একটি স্যুইসাইড নোট উদ্ধার হয়। সঙ্গে এও জানা যায়, এই স্যুইসাইড নোট হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পরিবারকে পাঠান মৃত জওয়ান। পুলিশ সূত্রে খবর, স্যুইসাইড নোটে মানসিক চাপের কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ।

নির্বাচনের মুখে সংখ্যালঘু 'ভোটব্যাঙ্ক'-এর বার্তা!

ফুরফুরার পীরজাদা কাশেমের বড় পদ মিলল তৃণমূল কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ। এই প্রেক্ষিতেই ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকীকে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সাধারণ সম্পাদক পদে বসানো হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ কী 'ভোট ব্যাঙ্ক' বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই?

ইদানিং মুখ্যমন্ত্রীর ইফতার অনুষ্ঠানে পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকীর উপস্থিতি এবং পরে তাঁর রাজনৈতিক পদোন্নতি, দুই মিলিয়ে নতুন সমীকরণের আভাস স্পষ্ট। বহুদিন ধরে সংখ্যালঘু সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে বিরূপতা তৈরি হয়েছিল তৃণমূলের প্রতি। বিশেষ করে ভাঙড়-সহ একাধিক এলাকায় আইএসএফের উত্থান সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন বলে মনে করেন অনেকে। সেখানে কাশেম সিদ্দিকীর অতীতে আইএসএফ ও সিপিএম-ঘনিষ্ঠ ভূমিকা এবং এখন তৃণমূল ঘরানায় যোগ, একে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনার ছবি।

তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পদে পীরজাদাকে বসানো নিছক সাংগঠনিক রদবদল নয়, বরং তা সংখ্যালঘু ভোটারদের মন জয়ে একটি সুপরিকল্পিত কৌশল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বিশেষত, যেখানে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু যুবকদের ক্ষোভ, এসএসসি দুর্নীতি, পুলিশি নজরদারি এবং ধর্মীয় ইস্যুতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠে এসেছে, সেখানে ফুরফুরার মতো প্রভাবশালী ধর্মীয় কেন্দ্রে যুক্ত একজন নেতাকে সামনের সারিতে আনা নিঃসন্দেহে একটি বার্তাবাহী পদক্ষেপ। রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, ভবিষ্যতে তাঁকে ভাঙড় বা অন্য কোনও সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও এ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, কাশেম সিদ্দিকীর নিয়োগ কী প্রকৃত রাজনৈতিক দক্ষতার স্বীকৃতি, না কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন পাওয়ার ভোটমুখী 'চাল'? ভোট এলেই সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করতে মরিয়া শাসকদলের এই পদক্ষেপ অনেক পুরনো রাজনীতির স্মৃতিই যেন ফিরিয়ে আনছে, যেখানে ভোটের আগে ধর্মীয় পরিচিতিই হয়ে উঠত প্রধান পুঁজি।

এখনই কোনও ভাতা নয় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের, নির্দেশ আদালতের

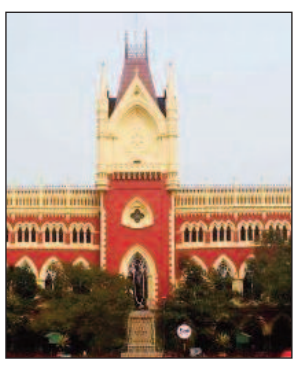

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনই কোনও ভাতা নয় গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি চাকরিহারাদের। ভাতা সংক্রান্ত শুনানিতে সোমবার আদালতে এমনটাই জানান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃত সিনহা। কেন এত তাড়াহুড়ো করছে রাজ্য সরকার, আদালতের রায়ের পর কোনও রকম আলোচনা বা স্ক্রুটিনি ছাড়াই কেন তড়িঘড়ি এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এদিন রাজ্যের কাছে তা জানতে চান তিনি। এই প্রশ্ন তুলে*মৌখিকভাবে এটি বন্ধ রাখার কথাও বলেন বিচারপতি। এরপর দুপুর ২টো পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি থাকে। এরপর দিনের শেষেও এই ভাতা মামলায় রায়দান স্থগিত রাখে কলকাতা হাইকোর্ট। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের এই ভাতা সংক্রান্ত মামলায় সোমবার দুপুর ২টোর পর বক্তব্য পেশ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। এদিকে মামলাকারী আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য এদিন সওয়াল করতে গিয়ে জানান, দুর্নীতিতে সমর্থন করার জন্যই এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সঙ্গে এও জানান, রাজ্য নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পাশাপাশি বর্ষীয়ান আইনজীবী এও বলেন, 'গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য কোনও ছাড় সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি। শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্য কিছু ছাড় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে এবং সেটাও সীমিত সময়ের জন্য। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের নির্দেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার জন্য আইন তৈরির কোনও অধিকার কি রাজ্যের আছে?' বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়ালে বলেন, 'এই মামলা গ্রহণযোগ্যই নয়। কারণ মামলা যারা করেছেন তাঁরা সবাই ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থী। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা কোনও ভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন না।' এরপর কিশোর দত্তের একের পর এক প্রশ্ন করেন বিচারপতি। জানতে চান, জনগণের করের টাকায় যে চাকরিহারাদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে তার বিনিময়ে সরকার কী পাচ্ছে? গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য ২৫ হাজার টাকা ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা যে ঘোষণা করা হয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়েছে কী ভাবে? এই ভাবে আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের ভাতা দেওয়ার কোনও উদাহরণ কী গোটা দেশে রয়েছে? কোনও প্রশ্নেরই সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে পারেননি রাজ্যের আইনজীবী। এরপর মামলার শুনানি শেষ বলে ঘোষণা করে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

দু'চাকা পরিবহণে ইচ্ছেমত সাইলেন্সার লাগানো হচ্ছে। শব্দদূষণ বাড়ছে শহরে। তাই কলকাতা পুলিশে তরফে শব্দদূষণ কমানোর জন্য চালানো হচ্ছে বিশেষ অভিযান। মেয়ো রোডে ধরপাকড় পুলিশের।

ফের এসএসসি অভিযানের আহ্বান চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের এসএসসি অভিযানের ডাক দিল 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। মঙ্গলবার সল্টলেক থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। এসএসসির জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা, রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি (রিভিউ পিটিশন)-সহ আরও নানা দাবিতে ওই মিছিলের ডাক দিয়েছেন প্রায় ১৫,৪০৩ জন শিক্ষক। চাকরিহারাদের দাবি, রিভিউ পিটিশনের আগে তাঁরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য আবেদনপত্র পূরণ করবেন না। পরীক্ষাতেও বসবেন না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, সরকারকে আবেদনপত্র পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি নির্দেশের পর কোন কোন শিক্ষক স্কুলে যাচ্ছেন, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্যও জানাতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ব্যারাকপুরে পালিত হল বিরসা মুন্ডার মৃত্যুবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদিবাসী সমাজের কাছে 'ধরতি আবা' অর্থাৎ বিরসা ভগবান হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। সোমবার বিজেপির তরফে সমাজ সংস্কারক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১২৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হল। ব্যারাকপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আদিবাসী পাড়ায় আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান তাঁকে করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন বিজেপি কর্মীরা। আদিবাসী নেতার প্রয়ান দিবস পালনে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা মিলন কৃষ্ণ আশ, ব্যারাকপুর- মন্ডলের সহ-সভাপতি স্বরোজ মাইতি, প্রাক্তন মন্ডল সভানেত্রী জয়ন্তী পাল, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ গণেশ কুন্ডু, বিশ্বজিৎ কর-সহ অন্যান্যরা। বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, অবিভক্ত ভারতে আদিবাসী সমাজকে ব্রিটিশদের নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বিরসা মুন্ডা। স্রেফ তীর ধনুক দিয়ে ব্রিটিশদের বন্দুকের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে কিভাবে লড়াই করা যেতে পারে, তা দেখিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা। তাঁর অবদান ভোলার নয়।

দেশে ইসলামিক শাসন কায়েমের চক্রান্ত রুখতে রাজ্যে বিজেপি আসবে: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করলেন, 'এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠিত হবে।' সোমবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে সুকান্ত বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এবার রাজ্যে বিজেপির সরকার তৈরি হবে। আর হওয়াটাও দেশের জন্যও খুবই জরুরি। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসকে বদলে দিয়ে এই রাজ্য যে রসাতলে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমবঙ্গকে ভিত্তি করে গোটা ভারতে যে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।' এরপরেই তিনি মন্তব্য করেন, 'কিন্তু এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়। গোটা ভারতের পক্ষেই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার গঠন বদলে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই বদলাতে শুরু করে দিয়েছে।'

কলোনি-কমিটির বৈঠক ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জয়প্রকাশ কলোনির পল্লী কমিটির বৈঠক ঘিরে রবিবার রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পাড়ার কমিটির সম্পাদক প্রবীর দে-র পদত্যাগের দাবি তুলে সরব হলেন বাসিন্দাদের একাংশ। অভিযোগ উঠেছে, কমিটির সম্পাদক প্রবীর দে-র নাকি পাড়ার মহিলাদের ফাঁসানোর হুমকি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এদিন কমিটির বৈঠকে প্রবীর বাবুর পদত্যাগ দাবিতে সোচ্চার হন বাসিন্দারা। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। বিক্ষোভকারী মহিলা অর্পিতা দাসের অভিযোগ, পল্লী কমিটির সম্পাদক পাড়ার মহিলাদের ফাঁসানোর হুমকি দিয়েছেন। তাছাড়া পাড়ার ছেলেদের উনি নষ্ট করছেন। ছেলেদের নেশাভানে উনি উৎসাহ যোগাচ্ছেন। তাই ওনার পদত্যাগ দাবি করছেন। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রবীর মজুমদার বলেন, সত্যিই খুব দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনা। ওখানকার বাসিন্দারা পাড়ার কমিটির সম্পাদকের পদত্যাগ দাবি করছেন, তা অযৌক্তিক নয়। কাউন্সিলর আরও বলেন, তিনি পল্লী কমিটির সম্পাদককে অনুরোধ করেছেন যাতে উনি পদত্যাগ করেন। শান্তি বজায় রাখার কথাও তিনি বলেছেন।

খাস কলকাতায় বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় এক বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু। নেতাজি নগর এলাকায় চারতলা বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বৃদ্ধ আশুতোষ দাসের পচাগলা মৃতদেহ। প্রাসাদোপম বাড়িতে একাই থাকতেন ওই বৃদ্ধ। তাঁর ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। বাড়ির অবস্থা এবং ছেলেমেয়েরা যে ভাবে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত তাতে এটা স্পষ্ট য়ে আর্থিক ভাব সম্পন্ন ছিলেন এই আশুতোষ দাস। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে নেতাজি নগরের ওই চারতলা বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। এরপরেই স্থানীয়রা এই গন্ধের উৎস সন্ধান করতে থাকেন। এরপরই তাঁরা বুঝতে পারেন আশুতোষবাবুর বাড়ি থেকেই বের হচ্ছে এই পাচা গন্ধ। এরপরই খবর দেওয়া হয় দেন নেতাজি নগর থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বৃদ্ধ আশুতোষ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তবে এই মৃত্যুর পিছনেও কোনও রহস্য রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারা আধিকারিকেরা। কারণ, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক ছিলেন এই বৃদ্ধ। তাঁকে কেউ খুন করেছে নাকি তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। এদিকে এদিন আশুতোষবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়েই তাঁর শ্যালক উপস্থিত হন সেই বাড়িতে। তিনি জানান, আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে দেখা হতো না আশুতোষ দাসের। তিনি নিজে তাঁর জামাইবাবুকে দীর্ঘদিন চারতলা বাড়ির নিচের অংশ ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে তাতে নাকি রাজি হননি আশুতোষ দাস। এর পাশাপাশি আশুতোষবাবুর শ্যালক এও জানান, তাঁর জামাইবাবুর মেয়ে অর্থাৎ তাঁর ভাগ্নি থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়, ভাগ্নে থাকেন দিল্লিতে। তবে ছেলে-মেয়েরা মাঝেমধ্যেই বাড়িতে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সঙ্গে এও জানান, বছর দুই আগে আশুতোষবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে কারও সঙ্গে খুব বেশি একটা মেলামেশা করতেন না তিনি।

বর্ষার পরিবেশ নয়, বৃহস্পতি থেকে কমতে পারে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত বর্ষার অনুকূল পরিবেশ নয় দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গেই থমকে মৌসুমী বায়ু। এর জেরে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তি এই দুইয়ে মিলে চরম দুর্ভোগে দক্ষিণবঙ্গবাসী। আগামী দু'দিন এমনই তাপমাত্রা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে দু-একটি জেলা তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি থাকবে, সঙ্গে থাকবে খুব বেশি পরিমাণ আর্দ্রতাও। উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় গরমের সঙ্গে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার জেরে অস্বস্তি বাড়বে। অন্যদিকে পশ্চিমের জেলায় অনুভূত হবে শুষ্ক আবহাওয়া। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ও শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। এই একই অবস্থা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি জেলাতেও। তবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-সহ উপরের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে এর মধ্যে আশার কথা, দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে বুধবার ও বৃহস্পতিবার। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। দিন ও রাতের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের কাছাকাছি। বুধবার পর্যন্ত তাপমাত্রা একই থাকলেও বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এদিকে কলকাতায় সোমবার দিনভর পরিস্কার ছিল আকাশ। তবে গরমের পাশাপাশি আর্দ্রতা বেশি থাকায় দিন ও রাতে অস্বস্তি ভুগিয়েছে কলকাতাবাসীকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে।

বাড়ি সংস্কারে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অর্থ দাবির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্যায় দম্পতি। বাড়ি সংস্কার করতে গেলে তৃণমূল নেতাকে দিতে হবে ৩০ হাজার টাকা। তবেই করা যাবে এই সংস্কার। এমনটাই অভিযোগ জোড়াসাঁকো বিধানসভা এলাকার বলরাম দে স্ট্রিটের সীমা সিংয়ের। এরপর এই ঘটনায় গিরিশ পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই দম্পতি। থানায় যে অভিযোগ তাঁরা করেছেন তাতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় বক্সির এবং তাঁর অনুগামীরা এসে বাড়ি মেরামত করতে বাধা দেন এবং ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। এরপর বিষয়টি এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর রাজেশ সিনহাকে জানান সীমা সিং ও তাঁর কর্তা। এরপরই কাউন্সিলর, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে সঞ্জয় বক্সির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ব্যাপারে অবগত করেন। তবে এই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সঞ্জয় বক্সি। পাল্টা হুমকি দিয়েছেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার। এই সমগ্র ঘটনায় সীমা সিং জানান, বাড়িটি সংস্কার করছেন তিনি। এর মাঝে গত ৪ মে সঞ্জয় বক্সি ও সুশান্ত দত্ত তাঁর বাড়িতে গিয়ে ৩০ হাজার টাকা চান। সঙ্গে এ হুমকিও দেন, টাকা না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার। এরপরই সমগ্র বিষয়টি ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেশ সিনহার নজরে আনা হয়। এরপরই কাউন্সিলর চিঠি লিখে সঞ্জয় বক্সি ও তাঁর স্ত্রী স্মিতা বক্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। সঞ্জয় বক্সি ও তাঁর স্ত্রী স্মিতা বক্সি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়মিত হয়রানি করেন বলে শাসক কাউন্সিলরের অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর রাজেশ সিনহা জানান, সঞ্জয় বক্সির পরিবার এতদিন এই জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ক্ষমতায় ছিলেন। গত সাড়ে তিন বছরে তিনি যা কাজ করেছেন, সেটা সঞ্জয় বা স্মিতা বক্সির করার কথা ছিল। এ ব্যাপারে শাসক দলকে তিনি জানিয়েওছেন। তবে এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর রাজেশ সিনহার প্রশ্ন, দল কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না সেটা স্পষ্ট নয়। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সঞ্জয় বক্সি জানান, এসব ভিত্তিহীন কথা। তিনি ৩৭ বছর ধরে কলকাতা পৌরনিগমের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৮৫ থেকে ২ বার কাউন্সিলরও হয়েছেন। ১৯৯৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী স্মিতা বক্সি কাউন্সিলর ছিলেন। কাউন্সিলর থাকাকালীন কেউ কোনও অভিযোগ করেননি। এরই রেশ টেনে সঞ্জয় বক্সি এও জানান, ৩০ হাজার ঘুষ নিতে যাওয়ার ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, যে কাউন্সিলর চিঠি দিয়েছেন, তাঁর ভাই বিজেপি করেন। আর তা তিনি জানিয়েছেন দলের হাইকম্যান্ডকে। সঙ্গে ঘটনার তদন্তও চান তিনি। এদিকে সঞ্জয় বক্সির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, 'যে কাউন্সিলর চিঠি দিয়েছেন, তাঁর ওয়ার্ডে রেকর্ড ভোটে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল।' এর প্রত্যুত্তরে কাউন্সিলর রাজেশ সিনহা জানান, সঞ্জয় বক্সিরা ক্ষমতায় থাকাকালীনও এখানে বিজেপি এগিয়ে থাকত।

সম্পাদকীয়

জঙ্গিবাদের বিপদ শুধু ভারতের একার নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক সতর্কবার্তা

রাজনৈতিক নেতা এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত দলগুলি বিশ্বের দরবারে ভারতের অবস্থান তুলে ধরছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'বন্ধু' দেশগুলির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে শশী থারুর, রবিশংকর প্রসাদ, সঞ্জয় কুমার ঝা, বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, কানিমোঝি করুণানিধি, সুপ্রিয়া সুলে এবং একনাথ শিণ্ডে। সংসদীয় প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ৩৩ দেশে সফরের পর্যালোচনা করবে। দেশগুলিতে শীর্ষ বৈঠক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কৌশলগত কথোপকথন হয়েছে, পহেলগাঁও হামলা এবং ভারতের বৃহত্তর সন্ত্রাস-বিরোধী প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ঠিক কী প্রতিক্রিয়া, তাও জানাবে। মনে করা হচ্ছে, ৩৩ দেশে ঘুরে আসা প্রতিনিধি দলের প্রতিক্রিয়া শুনে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাববে সাউথ ব্লক। শশী থারুর থেকে ওয়াইসি, বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মুখোশ খুলছেন দেশের প্রতিনিধিরা। আমেরিকা থেকে আরব, কুয়েত থেকে জাপান, একের পর এক দেশে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াইয়ের কথা তুলে ধরছেন ভারতের সর্বদলীয় সংসদীয় দলের প্রতিনিধিরা। বাহরিনের প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ভারতের 'জিরো টলারেন্স' অবস্থানের কথাও তুলে ধরেন আইএমআইএম প্রধান। সেখানেই তিনি পাকিস্তানকে 'ভুক্তভোগী নয়, আগ্রাসী' বলে অভিহিত করেন। ওই সভায় তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এই ক্ষেত্রে 'দ্বিমুখী নীতি' চলেছে। ওয়াইসি বলেন যে ইসলামাবাদই ক্রমাগত সীমান্তবর্তী জঙ্গিবাদকে ইন্ধন দিয়ে আসছে। বাহরিনের প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি যে বহু বছর ধরে, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট এবং প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা ভারতে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে আসছে। ওই হামলায় অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এ বিপদ শুরু ভারতের নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলের জন্যই বিপদ।

শব্দবাণ-২৯৮

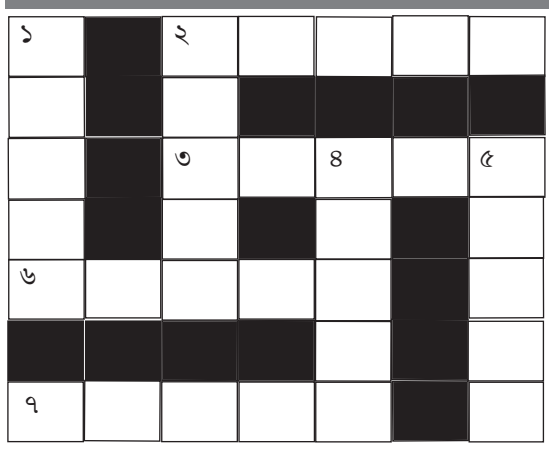

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. বাঁশপাতা ৩. দাবি পরিত্যাগের স্বীকৃতি বা স্বীকৃতিপত্র ৬. খণ্ডকাল ৭. নিখিল সৃষ্টি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.যদি দেখ — এক পাও এগিয়ো না বাপা ২. বিশেষ ৪. দ্বাদশবিধ রাজা ৫. এক বৌদ্ধগ্রন্থ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৭

পাশাপাশি: ১.চৈতন্য ২.স্থাপনা ৫. হাউস ৮. সুরাহা ৯. চোকরি।
উপর-নীচ: ১.চৈতালি ৩. নাহরী ৪. রাউত ৬. আমসু ৭. বাহারি।

জন্মদিন

আজকের দিন

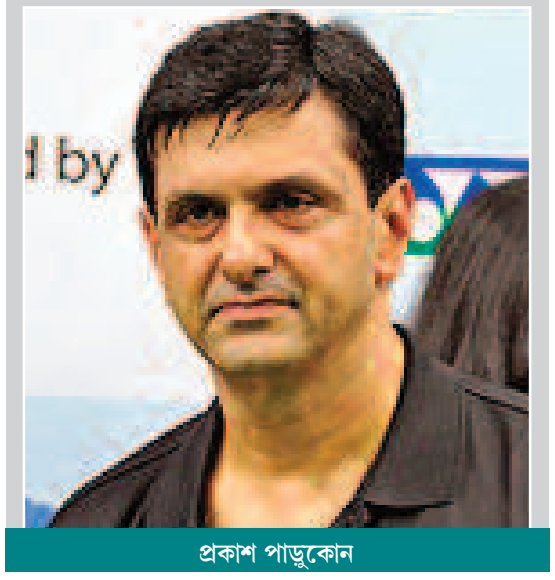

প্রকাশ পাড়ুকোন

১৯৫৫ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের জন্মদিন।*
১৯৭২ *গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মিকা সিংয়ের জন্মদিন।*

পরীক্ষার মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙানো যায় না

স্বপনকুমার মণ্ডল

এ বছর (২০২৫) পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের কৃতিত্ব নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক দেখা দেয়। বারোটি টিউশন (তার মধ্যে নয় জন গৃহশিক্ষক) নিয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব ফিকে হয়ে যায়। যেখানে প্রাপ্ত নম্বরেই কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়,সেখানে নম্বর কীভাবে অর্জিত হল, সে-সব নিয়ে চর্চার অবকাশ না থাকলেও আপনাতেই তা সামনে চলে আসে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙাতে গিয়ে ছেলেটির জীবনে কী পরিমাণ দুর্বিষহ চাপ নিতে হয়েছে, সে কথাও চর্চায় প্রতিফলিত হয়। এমনিতে ছাত্রজীবন মানেই পরীক্ষার সিঁড়ি বেয়ে বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবন। আর পরীক্ষার মানে নম্বরে যাচাই। সেই ছকবন্দি জীবনে মার্কশিট রাঙা করার নিবিড় আয়োজন। সময়ান্তরে তা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। নম্বরে প্রমাণ রাখার দায়ে শুধু শিক্ষার্থীই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বিচার্য হয়ে ওঠে। ভালোমন্দের নিরিখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি থেকে তার পরীক্ষার সাফল্য সবেতেই ভালো নম্বরের প্রকট আভিজাত্য শিক্ষার্থী থেকে পরীক্ষার্থীর মনে জায়গা করে নেয়। শুধু তা নয়, সেখানে বিভিন্ন বোর্ড-কাউন্সিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় বেশি নম্বর ওঠে,তাতেও সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত হয়। মোট কথা বেশি নম্বর পেতে হবে বা ভালো রেজাল্ট করা চাই। সেই বেশির সীমা নেই,ভালোর শেষ নেই। একশোতে একশ নয় কেন,বা, এক নম্বর কম পাওয়ার কষ্ট চিরশোকের কারণ হয়ে ওঠে। আসলে নম্বরেই জীবন দেখার বাতিক আপনাতেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে একবার না পার দেখো শতবারের প্রয়াস প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একাধিকবারেও তর সয় না। একবারেই বাজিমাত করার সদিচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পরীক্ষার যাচাই হয়ে ওঠে নম্বরে যা চাই। পরীক্ষার প্রতিযোগিতা থেকে জীবন গড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত এগিয়ে আসে, ততই তার নম্বর পাওয়ার বিকার নানাভাবে শিক্ষাজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষার্থীই অতিদ্রুত পরীক্ষার্থী হয়ে ওঠে আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মনে হয় মার্কশিট রাঙানো কারখানা।

আসলে আমাদের চাহিদাই আমাদের ভাষাকে পরিবর্তন করে। অভাবকে ঢাকতে গিয়ে চাল না-থাকাকে বলা হয় চাল বাড়ন্ত । দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। এসবে অভাব বা দুর্বলতা ঢাকে না,বরং সেসবই আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরীক্ষার রেজাল্টে যখন নম্বর বিচার্য,তখন তার প্রাপ্তির অভাবে প্রদানের অজুহাত বেরিয়ে পড়ে। কত নম্বর পেয়েছেন-এর জায়গায় অনায়াসেই কত নম্বর দিয়েছে চলে আসে। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া যায়,কেউ দেয় না। পাওয়ার মধ্যে থাকে যোগ্যতার পরিচয়, অর্জনের গৌরব। দেওয়ার করুণা ও কৃপণতায় মূল্যবোধের অভাবকেই তীব্র করেই তোলে না, অর্জিত গৌরবকেও অস্বীকার করে। অথচ কে, কত দিয়েছে, বা দিলেন, এরকম নির্বিচারে কথা আকছার শোনা যায়। আসলে নম্বরমুখী শিক্ষায় দেওয়ানেওয়ার সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। যেখানে How to score good marks in History যদি হয় History শিক্ষা, সেখানে History অনায়াসে (tory হতে বাধ্য। সেখানে নম্বর কীভাবে বাড়ানো যায়,তাতে প্রশ্ন ও উত্তর তৈরিই প্রাধান্য পায়, ইতিহাসই উপেক্ষিত থাকে। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ জানতে চাইলে উত্তর আসে, জানি না, আমাদের বেলা ওটা ইম্প্রটেন্ট ছিল না। সেখানে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। How to know the History in proper way যদি History শিক্ষা হয়, History আপনাতেই ইতিহাস হয়ে ওঠে। অতীতকে জানার মধ্যেই যে ইতিহাসের বিস্তার। সেখানে নম্বর তোলার শিক্ষায় ইতিহাসটাই অজানাই থেকে যায় না,অজানার ইতিহাসটাই বেড়ে চলে। আবার সেখানেই শেষ নয়।

আধুনিক পল্লবগ্রাহী শিক্ষায় জানার পরিধি যত বেড়েছে, তত তার অগভীরতার প্রভাব বিস্তার করছে, ততই তার তোতাপাখির শিক্ষা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। নম্বরসর্বস্ব শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বড় অভাব, সকলেই প্রায় পরীক্ষার্থী। শিক্ষকও পরিক্ষকে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন আসবে,কী কী প্রশ্ন হতে পারে,ভালো রেজাল্ট করতে হলে কী ভাবে করতে হবে, এসবই সেখানে প্রাধান্য পায়। সেখানে সিলেবাস শেষ করা জরুরি নয়,পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাই লক্ষ্য। তাতে সিলেবাস ছোট হয়ে আসে, বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা চলে। গত বছরের প্রশ্ন আর আসবে না'র ধারণা তাতে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। একইভাবে তার আগের বছরের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। এই ছকবন্দি পরীক্ষা প্রস্তুতিই শুধু নয়,তার সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন। ছাত্রছাত্রীদের যাতে পরীক্ষায় বেশি নম্বর ওঠে,এজন্য পরীক্ষার প্রশ্নের ধরনটাই বদলে ফেলা হয়েছে। তাতে মাল্টিপল চয়েস থেকে নানা মানের অবজেক্টিভ ও সর্ট টাইপ প্রশ্নের আয়োজন নিবিড় হয়ে আসে। বড় প্রশ্ন অত্যন্ত সীমিত। তাতে নম্বর প্রাপ্তি সুলভ নয়। অথচ তাতেই শিক্ষার গভীরতা প্রতীয়মান। যে লিখতে পারে না বা জানে না, তার কাছে আঠাশ আর বিরাশির পার্থক্য অমূলক। অন্যদিকে বাছাই সিলেবাসকে আবার বাছাই প্রশ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে সহজপাচ্য করার জন্য নানা আয়োজনে টিউশন থেকে রকমারি টেস্টপেপার সাজেশানের বইপত্রের ফিউশনও তাতে সামিল। এতে স্বাভাবিক ভাবেই স্মৃতি ওপরে চাপ পড়ে। মুখস্থ করতে গিয়ে আবার শিক্ষার আসল লক্ষ্যই ব্যাহত হয়। আত্মস্থ করার অভাববোধে পরীক্ষার খাতাতেই তা নির্ভার হয়ে যায়, মার্কশিট রাঙানোতেই তার সাফল্য নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যা কিছু শিক্ষা তার সিংহভাগই পরীক্ষার হলে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। তাতে শিক্ষা এগিয়ে চলে না, পরীক্ষা এগিয়ে আসে।

নম্বরে মার্কশিট রঙিন হলেও জীবনের মার্কশিট রাঙানো যায় না। জীবনকে রাঙানোর জন্য ভালো নম্বর নয়,ভালো জানাটা জরুরি। জানার মাধ্যমেই জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়। মনের মধ্যে দুনম্বরীকে নকল জেনেও একনম্বরী আসল হওয়ার সদিচ্ছাই নম্বরের খেলায় হারিয়ে যায়। শুধু তাই নয়,সবাইকে দরাজ নম্বর দিলে সাম্য এলেও বৈষম্য আরও বেড়ে যায়, ক্ষতি আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। দুর্বল ও সবলকে এক করে দিলে দুর্বলকে আরও দুর্বল করে দেওয়া হয়,সবলের প্রতি অবিচার নেমে আসে। অসুস্থকে সুস্থের ছাড়পত্র দিলে রোগ আরও দেহে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যুকেও আমন্ত্রণ জানায়। সুস্থকে অসুস্থের দলে মেলালে হীনমন্যতা বাড়ে, তার স্বকীয় প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পরীক্ষা মানে যাচাই,যা চাই নয়। নম্বর বাড়িয়ে দিলেই শিক্ষা হার বেড়ে যায়,কিন্তু তার মান কমতে থাকে। যে যা পাওয়ার যোগ্য তাকে তাই দিতে হবে,কমও নয়, বেশিও নয়। অভাববোধেই থাকে শিক্ষার আকর্ষণ। কারও নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে তাকে তার অভাবকেই জানতে দেওয়া হয় না, উল্টে স্বভাবকেই মিথ্যে করে তোলা হয়। গামছাওয়ালাকে সবজান্তা বললে জ্ঞানীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না,গামছাওয়ালাই সব্যঙ্গে ছোট হয়ে যায়। অন্যদিকে সানমাইকা দিয়ে ঘুণ ধরাকে ঢেকে দেওয়া যায়,তাতে ঘুণের পরিচয় মিথ্যে হয়ে যায় না। ঢালাও নম্বর দিয়ে ভালো রেজাল্টের আয়োজনে নম্বর বাড়লেও,শিক্ষা যে বাড়েনি,বরং কমেই চলেছে,তা নম্বরের গুরুত্বহীনতাতেই লক্ষণীয়। সবাই সেখানে উনিশ-বিশ। যাচাই-এ যাচ্ছেতাই মনোবৃত্তি,বাছাই-এ ভালোমন্দ সমানদর। ভালো নম্বর যে ভালো শিক্ষার পরিচয়বাহী নয়। নম্বর পরীক্ষার মানের একক, শিক্ষালাভের মান্যতা বা প্রমাণের একক নয়। সেখানে ভালো নম্বর পাওয়ার চেয়ে ভালো করে জানা জরুরি। নম্বরের দৌড় মূল্যায়নেই শেষ, শিক্ষার অমূল্য শক্তি মূল্যবোধে চলে নিরন্তর, আজীবন।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি: আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে গেলে কি সত্যিই কিছু করার আছে?

বরুণ মণ্ডল

অদ্ভুত এক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে সমাজ। ২৬ হাজার সরকার নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষিকা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি-হারা। বেশ কয়েক বছর চাকরি করে নতুনভাবে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের জীবনধারায় অভ্যস্ত হওয়ার পর চাকরি হারিয়ে অথয় জলে পড়েছেন এ রাজ্যের শিক্ষিত ২৬ হাজার নাগরিক। দেশ তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষ জানেন। চাকরিচ্যুত ব্যক্তিরা পথে নেমেছেন। নামাটাই স্বাভাবিক। 'চাকরি নেই'এর দেশে চাকরি হারিয়ে গেলে তার কি জ্বালা যাদের চাকরি হারিয়েছে তারাই বোঝেন। কিন্তু কয়েকটা কথা আলোচনার জন্য আজকের এই প্রবন্ধ।

সবার প্রথম বলতে হয় সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের উপর নেমে এসেছে চক্রান্তকারীদের আঘাত। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার এ লড়াই তারা একাই। সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু ব্যক্তি শুধু তাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে হাহুতাশ করছেন। পাশে এসে কেউ দাঁড়ান নি। শিক্ষাগুরুদের এমন হাল কেন? তাদের কাছেই তো আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পাঠাই। সমাজের সবাই তো বুঝতে পেরেছেন, রাজ্যে ঘটে চলা দুর্নীতির যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছেন এ সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা। এ দুর্নীতি আজ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করেছে, এই দুর্নীতি রাজ খতম না হলে আমরা যারা চুপ আছি তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। অথচ আমরা কি অদ্ভুতভাবে চুপ রয়েছি। ভাববার বিষয় বটে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক সমাজের পাশে সাধারণ মানুষ আজ কেন নেই? ন্যায্য দাবিতে শিক্ষক সমাজ আজ পথে নেমেছেন। পুলিশ তাদেরকে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। কেন সাধারণ মানুষ পাশে নেই? দুর্নীতি হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। আজকে চাকরিহারা শিক্ষক সমাজ সাধারণ মানুষের হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পূর্বে পাশে থাকেননি। চোখে ঠুলি পড়ে অন্যায় সয়ে গেছেন। নিশ্চিত বেতন আর নিশ্চিত চাকরিতে মশগুল থেকে চুপ থেকেছেন। ওদের ঘর পুড়েছে আমাদের কি! প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল, সমাজের প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়ে ওঠেনি।

সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা স্থল। চাকরিচ্যুত করে সঠিক বিচার দিয়েছে। দুর্নীতির সম্বল করে যারা যোগ্যদের ঠকিয়ে চাকরি পেয়েছেন, তাদেরকে বাছাই করতে না পেরে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে। এটা তো সঠিক যে ওই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছিল। তাহলে দুর্নীতিবাজদের কে বাছাই করবে? তাদের বিচার কি হবে? পুনর্বিবেচনা রায়ে ঘোষিত হয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চাকরি হারাদের চাকরির অন্তিম মেয়াদ। কিন্তু যারা দুর্নীতি করেছে তাদের শেষ মেয়াদ কবে? তাদেরকে শাস্তি কে দেবে? এই বিচারের পর থেকে হয়তো ঘুষ দিয়ে বা অবৈধ উপায়ে চাকরি নিতে এবার থেকে অনেকেই ভয় পাবেন। কিন্তু দুর্নীতিবাজরা শাস্তি না পেলে তাদের শক্তি এবং মনোবল আরো বৃদ্ধি পাবে।

বারবার গর্ব করে বলা হয় ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই সংবিধান এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসন পদ্ধতি 'গণতন্ত্র' দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে পারছে না কেন? ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদা জল খেয়ে লাগছে না কেন? তাহলে কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা সত্যিই কি ভারতীয় সংবিধান এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের নেই? বর্তমান তৃণমূল সরকার একের পর এক দুর্নীতি করে চলেছে কোর্টে বারবার নাস্তানাবুদ হচ্ছে, অথচ এই সরকারের দুর্নীতির নেটওয়ার্ক বহাল তবিয়তে চলেই চলেছে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে চলে। কোট কোটের মত বিচার করে চলেছে, দুর্নীতিবাজ সেই বিচারের রায় এড়িয়ে বহাল তবিয়তে চলেছে। গণতন্ত্রের 'ভগবান' জনগণ ভুক্তভোগী হয়ে রয়েছে। মনোজ মিত্রের 'চোখে আঙুল দাদা' নাটকের চরিত্র 'চোখে আঙুল দাদা' ভগবানের ভুল ধরে, যে নতুন মানব প্রস্তুত করেছিল সেই মানবদেহে প্রাণ সঞ্চার করামাত্র নতুন মানবের জন্মদাতাকেই ভুল ধরে আক্রমণ করতে এসেছিল। তদ্রূপ গণতন্ত্রের প্রস্তুতকারী জনগণকেই গণতন্ত্র আজ গলা টিপে ধরেছে।

গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। দুর্নীতিবাজরা আজ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আর ভুক্তভোগীদের বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না দেওয়ার ফর্মুলাতেই দুর্নীতিবাজরা তাদের রামরাজত্ব চালাচ্ছে। চোখের সামনে দিনে দুপুরে তৃণমূল সরকার একের পর এক দুর্নীতি করে চলেছে। মিডিয়া,সোসাল মিডিয়ায় মানুষ তার বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছে। অথচ ঐক্যবদ্ধ ভাবে পথে নামতে পারছে না। ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রাপ্তির লোভ, 'একা যে বোকা সে' নীতিতে ব্যক্তি ভয় ভুক্তভোগীদের ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না। এছাড়া আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে গেলেও দুর্নীতিবাজদের কেউ টিকি ছুঁতে পারছে না। লাখ টাকার প্রশ্ন প্রশ্নগুলি, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে গেলে কি সত্যই কিছু করার আছে? সংবিধানের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রণয়নে সত্যিই কি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ঘটেছে? যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের দুর্নীতিকে দমন করার ক্ষমতা কি কেন্দ্রীয় সরকারের নেই? গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের পক্ষে এ এক ভীষণ অন্ধকারময় সময়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বোলপুরে নারী সম্মান যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সোমবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কালনা মহকুমা জুড়ে কীর্তি ছাত্র-ছাত্রীদের কালনার পুরশ্রী হলে কালনা মহকুমা পুলিশ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ফুলের তোরা এবং বিভিন্ন সামগ্রী হাতে তুলে দেওয়া হয় ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা শেষে। এছাড়াও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দেয় কালনা থানার পুলিশ। কালনা মহকুমার সাংবাদিক রাজকুমার ঘোষ বক্তব্য রাখতে গিয়ে কালনা থানার পুলিশ তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানায়। রাজকুমার ঘোষ বক্তব্য রাখ তে গিয়ে বলেন, তার হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়ার আশা সে ছেড়েই দিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠান থেকে মোট ৩০টি মোবাইল উদ্ধার করে মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দেয় কালনা থানার পুলিশ তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

KARICHA-UKLY SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITI LTD.
(Regd. No. 88 HG, Dated- 13.03.1960)
Vill: Ukly, PO: Karicha, PS: Polba, Block: Polba - Dadpur, District: Hooghly

Date: 10.06.2025

Notice of Publication of Draft Electoral Roll

এতদ্বারা কারিচা-উকলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ১০/০৬/২০২৫ তারিখ উক্ত সমবায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	আপত্তি/অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ০১/০৭/২০২৫ (দুপুর ৩ টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২.	শুনানির তারিখ	ইং ০২/০৭/২০২৫ (দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ০৩/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য কারিচা-উকলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Sd/-
(ABHIJIT KARMAKAR)
Assistant Returning Officer
Karicha-Ukly S.K.U.S. Ltd.

গাজীপুর জি.পি. সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নং- ০৩ :: তারিখ- ১৪.০৭.১৯৫২
গ্রাম+ পোঃ- গাজীপুর, থানা- আমতা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪১৩

খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
(পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য)

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ-**১০-০৬-২৫**-সমিতির নোটিস বোর্ড। সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ **১১-০৬-২৫ থেকে ৩০-০৬-২৫** সমিতির অফিস গৃহ, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২ টা। শুনানির তারিখ- ০২-০৭-২৫ সমিতির অফিস গৃহ, বেলা - ১টা থেকে ৩টা ARO উপস্থিতিতে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ - ০৪-০৭-২৫ সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত।

ARO
গাজীপুর জি.পি. সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

এসবিআই আরামবাগ শাখা (০০০০৮)
লিংক রোড, আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭১২৬১৫, ইমেল : sbi.00008@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী
বিক্রয় দলিল ক্ষতিগ্রস্ত

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, চারটি মূল বিক্রয় দলিল-শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এবং শ্রী শরণ কুমার মেদ্দা এর, সাকিন গ্রাম এবং পো : কড়ুই, ভায়া আরমবাগ , জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৬১৫।

বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত : ১) সম্পত্তি শ্রী শরণ কুমার মেদ্দা এর নামে, মূল দলিল নং ১-৩৩০৯-২০০১ সালের, পৃষ্ঠা ৩৯৩৪, দানপত্র শ্রীমতি সরমা মেদ্দা দ্বারা থেকে শ্রী শরন কুমার মেদ্দা, পারুল, জেএল নং ৩৮, আরএস নং ৭৭ এবং ৬৫, দাগনং ৮৭/৬৭, ০১ ৭/১২ শতক, শালি জমি,রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

২) সম্পত্তি শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এর নামে। মূল দলিল নং ১-২৩৮৬-২০০৩ সালের, পৃষ্ঠা ৩৮০, পারুল, জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৬৫, খতিয়ান নং ৩৮৮০, এলআর নং ৬৭, ইউ১,-ইউ২ চিহ্নিত, মোট এরিয়া ১৮০১ বর্গফুট (০.০৪ একর) শালি জমি, রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

৩) সম্পত্তি শ্রীমতি সরমা মেদ্দা এবং শ্রী শরন কুমার মেদ্দার নামে। মূল দলিল নং ১-৭৫৮-১৯৯৪ সালের, পৃষ্ঠা ৭৬১, পারুল, জেএল নং৩৮, আরএস নং ৭৭ এবং আরএস নং ৬৫, দাগ নং ৮৭/৬৭, খতিয়ান নং ১৪২৯, মোট এরিয়া ০৩ ১/৬ শতক (১৩৭৯ বর্গফুট) শালি জমি, রেজি কৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

৪) সম্পত্তি শ্রী শরন কুমার মেদ্দা এবং শ্রীমতি প্রতিভা মেদ্দা এর নামে, মূল দলিল নং ১-০৪১৮৪-২০১২ সালের, পৃষ্ঠা ০৪৩৮৬, ১১৩০, কালীকাপুর ,ফ্ল্যাট নং ১/১এ,২য়তল,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৮৯ বর্গফুট ঢাকা গ্যারাজ স্পেস ১২০ বর্গফুট, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, রেজি কৃত ডিএসআর ৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পো :পূর্ব যাদবপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ।

আমরা ইতিমধ্যেই আরামবাগ থানায়, জেলা : হুগলি একটি জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৭৮৪, তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ উক্ত বিক্রয় দলিলগুলির ক্ষতিগ্রস্ততা সম্পর্কে দায়ের করেছি।

তারিখ : ০৭.০৬.২০২৫

চিফ ম্যানেজার
আরামবাগ শাখা

কারখানায় বয়লার ফেটে দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেওয়ানদিঘি: সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘির পালিতপুরের কাছে একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় বয়লার ফেটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে আহত হয় বেশ কয়েকজন। ঘটনাস্থলেই ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রায় ১২ জন। মৃতের নাম আমির খান (২৬)। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কারখানার শ্রমিকরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবার ঘটেছে। সোমবার বিস্ফোরণের পরে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি। বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে কিন্তু তাতেও টনক নড়ছে না কারখানা কর্তৃপক্ষের। দুর্ঘটনার পরেই এলাকাবাসী ও শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

এই বিষয়ে কারখানার কর্তৃপক্ষকে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা প্রশ্ন করলে তাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী ঘটনাস্থল থেকে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এদিন এই ঘটনার পরে দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হলে খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিম্নমানের আটা রাস্তায় ছড়িয়ে বিক্ষোভ, বিডিওকে স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রেশনের নামে অনুপযুক্ত আটা বিতরণের বিরুদ্ধে সালানপুরের বরাভূই গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন। হাতে আটার প্যাকেট নিয়ে তারা বললেন, এ মানুষের খাওয়ার উপযোগী নয়। ওই নিম্নমানের আটা রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ‘এই আটা আমাদের গলায় ঠুঁসে দেওয়া হচ্ছে কেন? প্রশাসন কি নিজেরা এটা খাবে?’

দীর্ঘদিন ধরে সালানপুরে রেশন ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। গ্রামবাসীরা বারবার তুলে ধরেছেন নিম্নমানের রেশন সামগ্রীর সমস্যা। সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে, অভিযোগ জমা পড়েছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফে শুধু পরীক্ষা আর কাগজে কলমে ‘ক্লিন চিট’। এই পরীক্ষার ফলাফল গরিবের পেটে আগুন জ্বালায়, তবু প্রশাসনের নীরবতা অব্যাহত।

সোমবার বরাভূই গ্রামের বাসিন্দারা সালানপুর বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হন। হাতে অখাদ্য আটার প্যাকেট নিয়ে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস দু’জন প্রতিনিধিকে অফিসে ঢুকতে বলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা অফিসের বাইরেই স্মারকলিপি ও আটার প্যাকেট রেখে তাদের প্রতিবাদ জানান। তাদের কণ্ঠে ছিল তীব্র কটাক্ষ, ‘এই আটা বিডিও সাহেবকে খাওয়ানো হোক, তবেই বোঝা যাবে এর মান কতটা!’ গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে নিম্নমানের রেশন দেওয়া হলে এই আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার নেবে।

বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই বিক্ষোভ কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের কাছে আগাম কোনও তথ্য ছিল না। তিনি বলেন, ‘আমরা দু’জন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য ডেকেছিলাম, কিন্তু তারা আসেননি।’

অন্যদিকে, ফুড ডিপার্টমেন্টের সাব-ইনস্পেক্টর বিনেশ্বর রায় জানান, পূর্বের অভিযোগের ভিত্তিতে আটার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং রিপোর্টে তা মানসম্মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ধৃত ৩ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিভিন্ন সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে তিন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল গাজোল থানার পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে গাজোল থানার পাঁচপাড়া এলাকা থেকে ওই তিন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার বিকেলে ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। এরপর সন্ধ্যায় মালদার পুলিশ সুপারের গ্রুপের একটি অ্যাপে ওই দিন বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ মণিরুল আলি (৩৪), মহম্মদ রুহুল আলি (২৭) এবং মহম্মদ সোমির আলি (২৪)। সম্পর্কে এরা তিনভাই। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তিনজনের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার রংপুর এলাকায়। বেশ কিছুদিন আগে বামনগোলা এলাকার কাঁটাতারবিহীন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের নজরে এড়িয়ে ওই তিনজন অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের মালদায় প্রবেশ করে। ধৃতেরা পুলিশকে জানিয়েছে, কাজের উদ্দেশ্যেই তারা ভারতের অবৈধভাবে সীমান্ত পারে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু ধৃত তিনজনের ভারতে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্য রয়েছে, তা পরিষ্কার করে জানতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এসবিআই এইচএলসিসি কল্যাণী (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৫, সিটি সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. কল্যাণী, জেলা- নদিয়া - ৭৪১২৩৫
ইমেল: sbi.64220@sbi.co.in

সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয় প্রত্যাহার

উল্লেখ্য **সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জীব বিশ্বাস, শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রী দীপেন সরকার** সম্পর্কিত যা **একদিন** সংবাদপত্রে ১০.০৫.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল যার অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ১১.০৬.২০২৫ প্রত্যাহার করা হল অনিবার্য কারণে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১০.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কল্যাণী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলি নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেল

১) মডেল নং : **TATA_MOTORS_LPT_4830_GOODS**
ভেহিকেল নং : **UP65MT9445**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ৪০৭৩১৯৬.৬৫

২) মডেল নং **ECHPRO3018**
ভেহিকেল নং : **WB31A6942**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ১৭৪২১৩২.০৭

৩) মডেল নং : **JCB Backhoe**
ভেহিকেল নং **3D Loader**
নির্মাণ বর্ষ : ২০০৯
সংরক্ষিত মূল্য : ৩১০৫৭৯৯.১৩

৪) মডেল নং : **SANY_XTRC9**
ভেহিকেল নং : **22SY140Q000205**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য : ২০৭৫০৬১.৯২

৫) মডেল নং : **ASHOK LEYLAND LIMITED - AL 3118**
ভেহিকেল নং **No.WB25G4118**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৬,
সংরক্ষিত মূল্য : ১১৬২৫৬৫.২

৬) মডেল নং **CB_MAHINDRA_ BOLERO_ MAXXCITY_PICKUP**
ভেহিকেল নং : **WB95A7274**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৯৩৪৫৫৯.৬৭

৭) মডেল নং: **ASHOK LEYLAND LIMITED - CB_AL_GM4220_CHASSIS**
ভেহিকেল নং **WB29C0930**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২১
সংরক্ষিত মূল্য : ২৫৬৮৯১৭.৩৮

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন “যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
গৌরব সিনহা : ৯০৭৩৯৬৬৫০০

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ALLAHABAD
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, এবং ‘যেমন অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে **২৫.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য** ০১৪, নতুনপল্লি,বোলপুর, বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা: বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০৪। **শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য** ০১৪, নতুনপল্লি,বোলপুর, বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা: বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০৪। **শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্য** ০১৪, নতুনপল্লি,বোলপুর, বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা: বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০৪। **শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য** বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, ১৪৪২ সার্ভে পার্ক, থানা : সার্ভে পার্ক, কলকাতা -৭০০০৭০। শাখা : হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা।	**বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরাসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৬৫৫৪৬৮৮০ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৬৪৬৬০৩৮৩,** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত চারতলায়, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণদিকে (সামনের অংশে),পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০২ বর্গফুট , ২ বেডরুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং এক মাঝারি মাপের ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য যথাযথ সম্পত্তির ভাগ অংশ জমি পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৪৪২, সার্ভে পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭০, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা : সার্ভে পার্ক, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটা ৯ বর্গফুট কমবেশি স্কিম প্লট নং ২ এবং ২/১, মৌজা রাজপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪, কালেক্টরেট তৌজি নং ১০৩, সিএস দাগ নং ৯৮১/৯৮৭, সিএস খতিয়ান নং ২৯৪, আরএস দাগ নং ১০২৭, আরএস খতিয়ান নং ২৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, প্রেমিসেস নং ১৪৪২, সার্ভে পার্ক, থানা : সার্ভে পার্ক, সাব রেজিস্ট্রি অফিস/এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জোন : নন্দন কানন, **চৌহদ্দি : উত্তরে** : জমি স্কিম প্লট নং ১; **দক্ষিণে** : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে** : জমি স্কিম প্লট নং ১; **পশ্চিমে** : ২০ ফুট চওড়া রাজপুর রোড। সম্পত্তি শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্য এর নামে।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ৪৮,৭৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪৮,৭৮,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050505968737 ছ) ৪৫,৮৩,০১১.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার এগার টাকা) ০৮.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://baanknet.com

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫.০৬.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৬.২০২৫ এবং ২৪.০৬.২০২৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১২০, কলকাতা,
ইমেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিকরে ঋণগ্রহীতা/ সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/ সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নে বর্ণিত তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতার বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যারাকপুর আরএসিপিসি শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুশান্ত কুন্ডু এবং সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতি রীতা কুন্ডু,** স্বামী-শ্রী সুশান্ত কুন্ডু, ঠিকানা- এ২৯/১, পি.এন. চ্যাটার্জি রোড, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০। **অন্যান্য ঠিকানা:** ১৪১, নবারুণ পল্লী, সোদপুর, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১১০, **গ্যারান্টার: শ্রী প্রশান্ত কুন্ডু,** এ২৯/১, পি.এন. চ্যাটার্জি রোড, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০। **এ/সি নং ১০৪১৪৯৮৪৮৭৫ (এইচবিএল)**	তিন তলা পাকা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোর কমবেশি **৪৩৩ বর্গফুট** এবং দ্বিতীয় ফ্লোর **১৩১৫ বর্গফুট** এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে **২ কাঠা ১০ ছটাক ১৬ বর্গফুট** এলাকার অবিভক্ত ‘বাস্তু’ জমির শেয়ার সহ যার উপর ভিত্তি করে জুড়ে ভবনটি অবস্থিত এবং মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩৬৭ এবং ৫০৮-এ অবস্থিত খতিয়ান নং ১৯০ এবং ২৭৯, যা পানিহাটি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ৪২৯/১, পি.এন. চ্যাটার্জি রোড, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার কলকাতা-৭০০১১০ -এ। ১১.০৫.২০০৫ তারিখের দলিল নং আই-২৮১২ অনুসারে নিবন্ধিত, বই নং আই, খণ্ড নং ৮৪, পৃষ্ঠা ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত, ২০০৫ সালের বিয়িং নং ০২৮১২, উত্তর ২৪ পরগনার এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুশান্ত কুণ্ডুর নামে আছে।** **ভবনটি নিম্নোক্তমতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-** ভট্টাচার্য অ্যাপার্টমেন্ট, **দক্ষিণে-** নন্দিনী অ্যাপার্টমেন্ট, **পূর্বে-** শ্রী সরকারের বাড়ি, **পশ্চিমে-** ১২ ফুট প্রশস্ত পি.এন. চ্যাটার্জি বাই-লেন।	১) ২৬.১১.২০২৪ ২) ০৬.০৬.২০২৫ ৩) ১১,৬২,৭৬৮.০০ টাকা (এগারো লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশত আটষট্টি টাকা মাত্র)২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীঅয়ন ঘোষ দস্তিদার,** পিতা- প্রয়াত তপন ঘোষ দস্তিদার **ঠিকানা:** চাকা কাঁঠালিয়া মধ্যপাড়া, পোস্ট- সেউলী তেলেনিপাড়া, থানা- টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১২১, **অন্যান্য ঠিকানা:** **ফ্ল্যাট নং- জি-এ,** গ্রাউন্ড ফ্লোর, **‘রূপ রাজ ভিলা (ফেজ-২)”** হোল্ডিং নং - ৭১/৪২/ডি , সিরোমনি পাড়া রোড, থানা - খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১১৬ **এ/সি নং ৪০৮৭৮৮১৭৩৬৭ (এইচবিএল) এবং ৪০৮৭৮৮১৭৩৮৯ (সুরক্ষা), ৪২৫৮৪১৮৬৫৬৫ (ইন্সটা টপ-আপ)**	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **জি-এ** -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ **৪৫২ বর্গফুট** দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, **“রূপরাজ ভিলা (ফেজ-২)”** নামে একটি জি+৪ তলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, জমির পরিমাপ **৬ কাঠা ৭ ছটাক ৪৪ বর্গফুট।** মৌজা - সুখচর, জে.এল. নং- ৯, আর.এস. নং- ১৪, তৌজি নং- ১৫৬, আর.এস. দাগ নং ১০৭০ এবং ১০৭১, খতিয়ান নং- ১২৬৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৯১৬ এবং ১৯৭৯, ওয়ার্ড নং- নতুন ২২, পুরাতন ১৩, খড়দহ পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং- ৭১/৪২/ডি, সিরোমনি পাড়া রোড, থানা- খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। বিইং ডিড নং.- ১৫২৪০৩১৩০, বই নং -১, খণ্ড নং.- ১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ১৩০১৫২ থেকে ১৩০১৮৪ পর্যন্ত ২০২২ সালে এ.ডি.এস.আর.ও.- সোদপুর -এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী অয়ন ঘোষ দস্তিদার, পিতা-প্রয়াত তপন ঘোষ দস্তিদারের নামে আছে।** **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :- উত্তরে-** ২৫'-০০" সিরোমনি পাড়া রোড, **দক্ষিণে-** দাগ নং- ১০৭১ এর খালি জমি, **পূর্বে-** ফ্ল্যাট রূপ রাজ ভিলা পি-আই, **পশ্চিমে-** ২০'-০০" সিরোমনি পাড়া রোড। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :- উত্তরে-** সিঁড়ি এবং অবতরণ, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে-** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট নং জি-বি।	১) ১৩.০৩.২০২৫ ২) ০৬.০৬.২০২৫ ৩) ৮,১২,৫১১.০০ টাকা (আট লক্ষ বারো হাজার পাঁচশত এগারো টাকা মাত্র) ০৩.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ।

তারিখ: ০৬.০৬.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: অমরাবতী, খড়দহ — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. (AXIS BANK)
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী কোয়াজি আনিসুর রহমান, শ্রীমতী কাজী মমতাজ (ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ) ২. শ্রীমতী কাজী মমতাজ বেগম	ক) ১৫২২০৭২.০০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৩৯৪৮৯১৯১, ১২.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩০৩০০.১৪ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৩৯৪৮৯২১৪, ১২.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১২.০৮.২০২৪ গ) ০৬.০৬.২০২৫

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি প্লট নং সিএস এবং আরএস নং ৫২১, এলআর নং ৫৪৩, অবস্থিত মৌজা : গোলবেড়িয়া, জেএল নং ৩৬, সাবেক খতিয়ান নং ৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৯১, পরিমাণ আনুমানিক ১.১৬৬ ডেসিমেল, রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল (হেবানামা) নং ০০৭৪২-২০০৯ তারিখ ১৩.০২.২০০৯ এডিএসআরও- শ্যামপুর,থানা : শ্যামপুর, জেলা : হাওড়া, তদস্থিত নির্মিত ভবন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কাজি মিজানুর এর জমি, **পশ্চিমে :** কাজি মোজাদ্দাত হোসেন ওয়ারিসাদ এর জমি, **দক্ষিণে :** কাজি আবদুল ওদুত এর জমি, **পূর্বে :** পূর্বমতে দান জমি।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট নং সিএস এবং আরএস নং ৫২১,আইআর নং ৫৪৩, অবস্থিত মৌজা : গোলবেড়িয়া, জেএল নং ৩৬, সাবেক খতিয়ান নং ৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৯১, পরিমাণ আনুমানিক ১.১৬৬ ডেসিমেল,রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল (হেবানামা) ০০৪০৬ -২০০৯ সালের তারিখ ১৩.০২.২০০৯ এডিএসআরও- শ্যামপুর,থানা : শ্যামপুর, জেলা : হাওড়া, এবং তদস্থিত জমিতে নির্মিত ভবন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিজস্ব জমি, **পশ্চিমে :** কাজি নজরুল ইসলামের জমি, **দক্ষিণে :** কাজি আবদুল ওদুদের জমি, **পূর্বে :** আবজালু কাজির জমি।

তারিখ : ১০.০৬.২০২৫ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.০৯.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অমিত কুমার পিতা শ্রী অজয় কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতী জ্যোতি সিং স্বামী শ্রী অমিত কুমার ফ্ল্যাট ৭, ৪র্থ তল, এসবি অ্যাপার্টমেন্ট ২৩/২/৪০ শহিদ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৮০** এবং **ইউনাইটেড ভিলা, ফ্ল্যাট জিএ, ১ম তল, প্রেমিসেস নং ১৪/৪৯-৫০ ইস্ট মল রোড, কলকাতা - ৭০০০৮০,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,২৭,০৬৭.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার সাতষট্টি টাকা) ২৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **২৯,২৭,০৬৭.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার সাতষট্টি টাকা) ২৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **জিএ** একতলায় পরিমাণ কমবেশি **৭৮০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি, সমুদয় মার্বেল মেঝে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগ অংশ থানা : রাজারহাট (বর্তমানে বাগুইআটি) রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার হোল্ডিং নং আরজিএম-১৪/৪৯ এবং ১৪/৫০ (প্রেমিসেস -ইস্ট মল রোড), ওয়ার্ড নং ১৪ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তির অংশ এবং স্বার্থ জমির এবং প্রবেশ পথ, চলার পথ, সিঁড়ি, চাতাল , নীচে এবং উপরের জলাধার জলের লাইন, পাম্প, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, টেলিফোন লাইন, সেপটিক ট্যাঙ্ক, লিফট ইত্যাদি এবং অ্যান্টেনা ছাদে সংস্থাপন এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার এবং ছাদের ব্যবহার এবং সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা। উক্ত ফ্ল্যাট জমি প্লটস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ পাঁচ ৫ কাঠা ১১ ছটাক ৩৩ বর্গফুট কমবেশি ১৪ ফুট সাধারণ চলার পথ সহ অবস্থিত মৌজা : মন্ডলগাঁতি,আঁথি, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৩১, তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৩১৭ আরএস দাগ নং ৩৩৮, জমিদারি খতিয়ান নং ২৯৫, সিএস খতিয়ান নং ২২৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৬, এলআর খতিয়ান নং কৃষি ২৯০(সম্পত্তি শ্রী গোপীনাথ কুন্ডু) এবং এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৬ এবং এলআর দাগ নং ৩৩৮ (সম্পত্তি বর্তমান মালিকের নামে) থানা : রাজারহাট, বর্তমানে থানা : বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং আরজিএম-১৪/৪৯ এবং ১৪/৫০ (প্রেমিসেস ইস্ট মল রোড), ওয়ার্ড নং ১৪, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭২৩৯৫ থেকে ২৭২৪২৮, দলিল নং ১৫২৩০৬৬২৬-২০২০ সালের।
সম্পত্তি শ্রী অমিত কুমার পিতা শ্রী অজয় কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি জ্যোতি সিং স্বামী শ্রী অমিত কুম এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৩১৪, **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ (ইস্ট মল রোড), **পূর্বে :** দাগ নং ৩৬৯, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৬৮।

তারিখ - ০৯.০৬.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - রাজারহাট — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাড়ি তৈরির ঋণ শোধ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি, কফিনবন্দি দেহ ফিরল মালদার শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ি তৈরি করার জন্য দুই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন একদিন মজুর। ঋণের সেই টাকা শোধ করার জন্য প্রায় তিন মাস আগে ভিন রাজ্য মহারাষ্ট্রে কাজে পাড়ি দিয়েছিল বছর ২৮-এর ইমরান মির্জা। কিন্তু মহারাষ্ট্রের একটি দুর্ঘটনায় মারা যায় ওই দিনমজুর। যার ফলে এবারের কুরবানীর ইদে আর ফেরা হল না মালদার দিনমজুর ইমরান মির্জার। সোমবার সকালে মালদার গ্রামের বাড়িতে কফিনবন্দি দেহ ফিরল ওই দিনমজুরের।

পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিক ইমরান মির্জার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার সাট্টারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মসজিদপাড়া এলাকায়। এদিন সকালে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরতেই কান্নার রোল পড়ে যায় গোটা গ্রাম জুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , ইমরানরা চার ভাই। প্রত্যেকেই ভিন রাজ্যে কাজ করে। ইমরানের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে চার বছরের এবং ছোট মেয়ের বয়স দেড় বছর। স্বামীকে হারিয়ে এখন দিশেহারা তার স্ত্রী হাসানারা বিবি।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার ইদের সকালে মহারাষ্ট্রেব হাজিমালং দরগাহ পাহাড় এলাকায় ঘুরতে যায় মালদার ওই দিনমজুর। সেখানেই পাহাড়ে ওঠার সময় পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর তার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, এমনিতেই ২ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল তার ওপর আবার এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে মহারাষ্ট্র থেকে ইমরানের দেহ নিয়ে আসা হয়েছে।

মৃতের স্ত্রী হাসনারা বিবি জানিয়েছেন, সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ছিল তাঁর স্বামী। এখন কি করে সংসার চলবে কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছে ওই পরিবার।

মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের স্থানীয় এলাকার নির্বাচিত সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী জানিয়েছেন, ওই পরিবারটির সঙ্গে দেখা করেছি। তাদেরকে সবরকম ভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হাতবদলের আগেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ১ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

বৃদ্ধি পাচ্ছে মুঙ্গের-মেড আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি, চিন্তায় পুলিশকর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ফের প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বহরমপুর থানার পুলিশ। স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও বহরমপুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে অস্ত্র কারবারীকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করে। বহরমপুর ইসলামপুর রাজ্য সড়কের ওপর শীলপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে ৩টি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ১০ রাউন্ড কার্তুজ ও ৬টি খালি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মাসুম শেখ। তার বাড়ি সাগরপাড়া থানা এলাকার পূর্ব কাজিপাড়া। জেলা পুলিশের ডিএসপি ডিএন্ডটি সুশান্তকুমার রাজবংশী বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারা গিয়েছে অস্ত্রগুলি ফারাক্কা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেখান থেকে বাসে রানিনগর থানা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতকে দশদিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে।

মুঙ্গের-মেড আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি এখন জেলা পুলিশ কর্তাদের মাথা ব্যাথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হু হু করে মুঙ্গের মেড আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে এই জেলায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত এক মাসে মুর্শিদাবাদে ২৩টি পিস্তল, শতাধিক কার্তুজ ও ম্যাগাজিন সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সব অস্ত্রই ফারাক্কা করিডোর দিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকছে। এই অস্ত্র বিক্রি হচ্ছে ৩০-৩২ হাজার দামে। ১৫০ টাকায় মিলছে কার্তুজ। ২ হাজার টাকা দামে পাওয়া যাচ্ছে ম্যাগাজিন। এত অস্ত্র কোথায় যাচ্ছে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। অস্ত্র কী বাংলাদেশে যাচ্ছে? জেলা পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে। তবে জেলাবাসীর একাংশের দাবি, বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। তার আগে রাজনৈতিক দলের কারবারীরা অস্ত্র মজুত শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদে যে কোনও নির্বাচন মানেই রক্তক্ষয়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেই নিরিখে যা হারে অস্ত্র জেলায় ঢুকছে তাতে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন জেলা পুলিশ কর্তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও পুলিশের দাবি, অস্ত্র কারবারীরা পাচারের সময় ধরা পড়ছে। হাত বদলের সুযোগ পাচ্ছে না। রবিবার রাতে অস্ত্রগুলি নিয়ে মাসুম শেখ রানিনগর যাচ্ছিল। মাসুম ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছিল বলেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে। রানিনগরেই হাতবদল করা হত। তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসওজি ও বহরমপুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

নারী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: সন্দেশখালিতে শুভেন্দুর নারী বিদ্বেষ নিয়ে গর্জে উঠল তৃণমূল। বাংলার নারীদের শাখা-সিঁদুরের দাম নির্ধারণ করছে বিজেপি। সোমবার বারাসাত সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় মধ্যমগ্রামে তিনজন নারী সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বারাসাতের সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং বারাসাত সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্বপ্না বসু।

সন্দেশখালিতে শুভেন্দু অধিকারী বাংলার মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আপনাদের শাঁখা সিঁদুর ৫০০ টাকায় বিক্রি করবেন না। আমরা ক্ষমতায় এলে ৩ হাজার টাকা দেব। শুভেন্দুর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন কড়া বক্তব্য দেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, বাংলার মহিলাদের শাঁখা সিঁদুরের দাম বেধে দিচ্ছেন বিজেপি। এটা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত নিন্দা ও অপমানের। আমরা এর ধিক্কার জানাচ্ছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, আপনারা যে যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন সেখানে দিচ্ছেন না কেন? মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে শুরু করে কেন ঝাড়াই পোছাই করছেন। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল মহিলার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বাংলার বিভিন্ন খাতের টাকা আটকে রেখেছেন। আর যেখানে আপনারা ক্ষমতায় নেই সেখানকার মানুষদের অসম্মান ও বঞ্চনা করছেন। উন্নয়ন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিজেপি মহিলাদের কোনও সম্মান দেয় না তথচ তারা মহিলা সম্মান যাত্রা করছে। ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও তার বক্তব্যে বিজেপি নেতাদের ওয়াশ আউট করে দেন। শুভেন্দু অধিকারী নাম উচ্চারণ না করে তিনি বলেন, উনি মহিলাদের দাম নির্ধারণ করছেন। ওনাকে ধিক্কার জানাই। ছিঃ ছিঃ বলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। নারী সম্মান বিজেপির মুখে বেমানান। বাংলার নারীরা এটা নিতে পারছে না। স্বপ্না বসুও এদিন বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, বাংলার নারীদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি নেতারা যে অপমান করছে তার যোগ্য জবাব দেবেন বাংলার নারীরা।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামে যাবার রাস্তা নেই। ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। আত্মীয় স্বজন গ্রামে কষ্ট করে আসছে। রাত্রিতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স গ্রামে আসছে না। একেবারেই জরাজীর্ণ বেহাল দশা রাস্তার। এমন একটি চিত্র গোঘাট দু'নম্বর ব্লকের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুকা গ্রামে। সোমবার পিচ রাস্তার দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস থেকে শুরু করে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের মানুষ। অবিলম্বে মাটির বেহাল রাস্তা পাকার ঢালাই অথবা পিচের না হলে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলনের ডাক দেন মান্দারনের লালুকা গ্রামের মানুষ। প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। চলছে জনসংযোগমূলক কর্মসূচি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাদা মাটির রাস্তায়

যাতায়াত গ্রামবাসীদের। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বঞ্চিত ওই গ্রামের বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে সরকারি অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও ঢালাই বা পিচ রাস্তার কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঢালাই রাস্তা না হলে তারা নবান্ন পর্যন্ত জানাবেন। গ্রামের বাসিন্দা শেখ হাফিজুল রহমান জানান, আমাদের রাস্তাটা ১৫ বছর আগে মেরামত হয়েছিল, আর কোনও খবর নেই। কতবার পঞ্চায়েত গেছি, দরখাস্ত জমা দিয়েছি। রাস্তার কোনও কাজ হয়নি। অবিলম্বে ঢালাই বা পিচের রাস্তার প্রয়োজন। এই বিষয়ে গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের জয়েন বিডিও কুন্তল কুমার মণ্ডল বলেন, পথশ্রী প্রকল্পে আবেদন করা হয়েছে। দ্রুত সারানো উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিলেন মালদা মেডিক্যালের শতাধিক অস্থায়ী কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কারো ছয়মাস মেলেনি বেতন। আবার কেউ চার মাস কাজ করে বেতন না পেয়ে সমস্যায় পড়েছেন। দিনের পর দিন কাজ করেও বেতন না মেলায় অবশেষে ক্ষোভ দানা বাঁধল মেডিক্যাল কলেজের শতাধিক অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে। দ্রুত বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে সোমবার সকাল থেকেই কর্মবিরতির ডাক দিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের শতাধিক অস্থায়ী কর্মীরা। এদিন সকাল থেকেই কলেজের ট্রমা কেয়ার ভবনের সামনের অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন অস্থায়ী কর্মীরা। যতক্ষণ পর্যন্ত বেতন সমস্যা না মেটানো হবে, ততক্ষণ কর্মবিরতি চলবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, পরিশ্রম করেও প্রতিমাসে নিয়ম করে বেতন মিলছে না। এই মেডিক্যাল কলেজের হাউসকিপিং, নিরাপত্তারক্ষী সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ১৮১ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। ১৪ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন প্রত্যেকেই। কিন্তু বেতনের সময় আসলেই সেটি আর নিয়ম করে দেওয়া হচ্ছে না। অধিকাংশ অস্থায়ী কর্মীদের ছয় মাসের বেতন মেলেনি। আবার কেউ চারমাস এবং তিনমাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এব্যাপারে গণস্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি দেওয়া হলেও কোনওরকম সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই নিজেদের বকেয়া বেতনের দাবিতে এদিন কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। এদিন বিক্ষোভকারী এক অস্থায়ী কর্মী অম্লান মিশ্র বলেন, আমি নিজে ছয় মাস ধরে বেতন পাইনি। অথচ প্রতিদিনই ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা ডিউটি করি। আমার মতো শতাধিক অস্থায়ী কর্মীরা মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছে না। বকেয়া বেতন না পরিশোধ করলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এদিকে অস্থায়ী কর্মীদের এই কর্ম বিরতিতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের। একদিকে যেমন ট্রমা কেয়ার ইউনিটের রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে নানান সমস্যা তৈরি হয়েছে। ঠিক অপরদিকে মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের যত্রতত্র রোগীর লোকজনেরা ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তার অভাবও দেখা দিতে শুরু করেছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, নির্দিষ্ট একটি এজেন্সির মাধ্যমেই ওই অস্থায়ী কর্মীরা কাজ করেন। এখানে মেডিক্যাল কলেজের কোনও হাত নেই। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৯ দফা দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: একশো দিনের কাজ, গৃহহীনদের আবাস যোজনার বাড়ি, ভূমিহীনদের পাট্টা-সহ ৯ দফা দাবি নিয়ে সোমবার রানিগঞ্জ বিডিও অফিস ঘেরাও করল সিআইটিইউ।

সিআইটিইউ, কৃষক সভা, খেতমজুর ইউনিয়ন, বস্তি উন্নয়ন সমিতি ও সামাজিক ন্যায় মঞ্চ'র ডাকে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। কদমডাঙা থেকে লালঝান্ডার সুবিশাল মিছিল বিডিও অফিসে আছড়ে পড়ে। ব্যপক সংখ্যার পুলিশ বিডিও অফিস ঘিরে রাখে। বিক্ষোভ চলাকালীন সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে পূর্ণদাস ব্যানার্জি, হেমন্ত প্রভাকর, নারায়ণ বাউড়ির নেতৃত্বে সংগঠনের প্রতিনিধিদল বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত পাঁচজন মহিলা ও উপস্থিত ছিলেন। তারা ৪-'ক' ফর্ম ফিলাপ করে নিয়ে বলেন, আমাদের একশো দিনের কাজ দিতে হবে। আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির তালিকা প্রকাশ করার দাবি ওঠে।

বক্তারা বলেন, কেন্দ্র সরকার বাজেটে একশো দিনের বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। তৃণমূল সরকার একশো দিনের কাজের হিসেব দেয়নি বলে কাজ বন্ধ রেখেছে। দুই সরকারের জন্য গরিব মানুষ কাজ হারাচ্ছে। রাজ্য সরকার সর্বত্রই চুরি দুর্নীতি চালাচ্ছে। তৃণমূলের চোররা এখন বিজেপির নেতা। পঞ্চায়েতগুলি বাস্তু ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। তৃণমূল চরম দলবাজি করছে। সাধারণ মানুষের জন্য ত্রিপল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা বিক্রি করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। কৃষকদের সার, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম লুট হচ্ছে।

বারাসাতে মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত অশ্বিনীপল্লি মানিকনগর এলাকার রঞ্জিত বড়ালের ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার এক মহিলার কম্বল মোড়ানো পচাগলা মৃতদেহ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে সাহা দম্পতি ওই এলাকায় বড়াল বাবুর ভাড়া বাড়িতে ভাড়ায় আসেন। হামেশাই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি করতেন বিজু সাহা। অন্যান্য ভাড়াটেরা এ বিষয়ে বাড়ির মালিককে জানালে, সাহা দম্পতিকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বাড়ির মালিক রঞ্জিত বড়াল। এরপর রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকার ফলে অন্যান্য ভাড়াটেরা পুনরায় খবর দেয় বাড়ির মালিককে। মালিক এসে দরজা তালা বন্ধ অবস্থায় দেখে স্থানীয় পার্টি অফিসের দ্বারস্থ হন। পরবর্তীতে থানায় গোটা ঘটনা জানালে,পুলিশ এসে ঘরের তালা ভেঙে মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। তবে মৃতদেহর মুখ এবং হাতের কিছুটা অংশ কিছু দিয়ে পোড়ানো। বাড়ির মালিকের দাবি, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময় পরিচয় পত্র চাইলে পরে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন বিজু সাহা। বিজু পেশায় বাস চালক। ঘটনার পর থেকে সেও নিখোঁজ। তবে এখনো অবধি স্পষ্ট নয় উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি কার। স্থানীয়রা মনে করছেন, অশান্তির জেরেই হয়তো এই মৃত্যু এবং ওই মহিলা বিজু সাহার স্ত্রী। স্থানীয়রা আরো বলেন, এলাকায় বহু সংখ্যক বাংলাদেশিদের পরিচয় পত্র ছাড়াই ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যে ওই মহিলার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে। মৃত মহিলার পরিচয় এবং বিজু সাহার খোঁজে তদন্তে নেমেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

নাবালকদের ভিনরাজ্যে কাজ দেওয়ার নাম করে নির্যাতন

গুরুতর অসুস্থ রাজকোট ফেরত কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রোজগারের টোপ দিয়ে দুঃস্থ পরিবারের নাবালকদের ভিন রাজ্যে কাজে পাঠানোর চক্র চলছে সমগ্র বর্ধমান জুড়ে। এমনকী সেখানে গিয়ে নাবালকরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলেও অভিযোগ। সম্প্রতি, গুজরাতের রাজকোট থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় বাড়ি ফেরে কালনার বছর বারোর এক কিশোর। তা নিয়ে শোরগোল হতেই, আরও একাধিক অভিযোগ সামনে এসতে শুরু করেছে। রাজকোটে গিয়ে অত্যাচারের শিকার কিশোর এখনও পর্যন্ত কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সামনে এসেছে আরও একটি ঘটনা। তার পাশের গ্রাম কালনার জঙ্গলপাড়ার একটি পরিবার পুলিশে অভিযোগ করে জানিয়েছে যে, রাজকোটে একই কাজের জন্য ২০১৭ সালে তাদের নাবালক ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গত সাতবছর ধরে তার কোনও খোঁজ নেই। ওই নিখোঁজ কিশোরের মা জানিয়েছেন, ছেলে বেঁচে আছে কিনা তা জানা নেই। নাবালক জানিয়েছে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত কাজ করানো হত। মারধর করা হত। খাবারও ঠিক করে খেতে দেওয়া হত না। এলাকা থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া অভিযুক্ত আজিত মোল্লার বাবা আজমত মোল্লাকে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, আমার ছেলের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ সবই মিথ্যে। তবে মারধরের বিষয়টা অন্যায় বলেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

কর্মরত অবস্থায় রঘুনাথপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর: কর্মরত অবস্থায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হল। তার নাম বিশ্বরূপ ব্যানার্জী (৪১)। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় গ্রামে। জানা যায়, সোমবার দুপুরে রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় মগুপডাঙা ও ত্রিশূলডাঙা গ্রামের মাঝে রাস্তার পাশে তাকে স্থানীয়রা পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাকে উদ্ধার করে চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার দেহটির ময়নাতদন্ত করানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে মারপিট ও ভাঙচুর

জখম ৬-৭ জন, উভয় পক্ষের থানায় অভিযোগ দায়ের

বারাসাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: সাংগঠনিক বৈঠকে জেলা সভাপতির সামনে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। নিজেদের মধ্যে মারপিট, চেয়ার ভাঙচুর। জখম ৬-৭ জন কর্মী সমর্থক। উভয় পক্ষের থানায় অভিযোগ দায়ের। বিজেপির বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রাজীব পোদ্দারের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠক চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের মধ্যে মারপিট ও গন্ডগোলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অশোকনগরের মানিকতলা এলাকা। একটি ক্লাব এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় চলছিল বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক। সেই বৈঠকে অশোকনগরের যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ সরকার সহ কয়েকজন জেলা সভাপতির কাছে জানতে চায় অশোকনগরে যে চারটি মণ্ডল রয়েছে তার মধ্যে একজন মণ্ডল সভাপতি মহিলা হওয়ার কথা ছিল কেন হয়নি? এছাড়া অভিযোগ কয়েকজন বিজেপি নেতাকর্মী তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। অভিযোগ, এই প্রশ্ন করার পরেই অশোকনগরের কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক প্রদীপ সহ তার সঙ্গে থাকা বাকিদের উপর চড়াও হয়ে চেয়ার ভাঙচুর করে। উভয় পক্ষের মধ্যে মারপিট ও হাতাহাতিতে জখম হয় অন্তত ৬-৭ জন বিজেপি কর্মী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে অশোকনগর থানার পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় আহতরা অশোকনগর হাসপাতালে চিকিৎসার পর গভীর রাতে অশোকনগর থানায় উভয়পক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিজেপির জেলা সভাপতি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর পরামর্শ, ওদের যদি এতই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে পুলিশ প্রটেকশন নিয়ে মিটিং করা উচিত।

ঝাড়গ্রামে চাকরিহারাদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সারা রাজ্যের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম শহরেও চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সোমবার তারা সমবেত হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে স্লোগান দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানান, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মীদের সসম্মানে তাদের কাজে ফেরানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। একই চাকরির জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং শিক্ষাকে বাঁচাতেই তাদের মিছিল সমাবেশ। দুপুর ১টা নাগাদ ধামসা মাদল বাজাতে বাজাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে সামিল হন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। ঝাড়গ্রামের হিন্দু মিশন মাঠ থেকে মিছিল বের হয়।

ভারতের হয়ে খেলতে এবার শ্রীলঙ্কায় পাড়ি দিতে চলেছে বাঁকুড়ার ছেলে সুরজ, কিন্তু পথের কাঁটা দারিদ্র!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের কুলুপুকুর গ্রামে দিনআনি দিন খাওয়া সংসারে মা বাবা বোনের সঙ্গে বেড়ে ওঠা দশম শ্রেণির সুরজ সরেন ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখত রোনাল্ডোর মতো একদিন ফুটবল খেলবে। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তার এই অদম্য জেদ আর ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা থেকেই রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করল সুরজ। স্কুলে লেখাপড়ার ফাঁকে পাশের গ্রামে সুরজ তার পাড়াতো কাকার কোচিংয়ে ফুটবল খেলা শিখ তে যেত। অভাবের তাড়নায় বহুদিন তাকে খালি পায়েই খেলতে হয়। এখানেই তার খেলার ধরন পায়ের স্কিল দেখে তার কাকার মনে হয় ফুটবল নিয়ে এই ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কয়েক মাস আগে সুরজের জন্য আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তার

কাকা জানতে পারে ১১ মে মধ্যপ্রদেশে হতে চলেছে অনূর্ধ্ব ১৭ ও অনূর্ধ্ব ১৯ নাইন-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা। সময় বিলম্ব না করে সুরজকে নিয়ে তার কাকা ছুটে যায় দিঘায় সিলেকশনে। সিলেকশন পর্ব শেষ করে সুরজ ফিরে আসে বাড়িতে। হঠাৎ করেই তার বাড়িতে আসে চিঠি ১১ মে মধ্যপ্রদেশে বাংলার হয়ে অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল খেলতে যেতে হবে তাকে। চিঠি পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি প্রস্তুত। ১১ মে সুরজ পৌঁছয় মধ্যপ্রদেশে, একের পর এক রাজ্যকে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দল। ফাইনালে মুখোমুখি হয় পড়শি রাজ্যের ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে। এখানে নির্ধারিত টাইম এর আগে দুই এক গোলে জয়লাভ করে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দল। এই প্রতিযোগিতায় অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে খেলে সুরজ মোট চারটি গোল করে। দশটি গোল অ্যাসিস্ট করে, মন কাড়ে বিচারকদের। বেস্ট গোল অ্যাটাকিং এর পুরস্কারের খেতাব ছিনিয়ে নেয় সুরজ সরেন। সুরজ নজরে আসে বাংলার অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দলের চেয়ারপার্সন দীপ কুমার মাহাতোর। পুরস্কার হাতে নিয়ে সুরজ ফিরে আসে বাড়িতে। বাড়িতে শুভেচ্ছার বন্যা গ্রামবাসী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের। হঠাৎ করেই পশ্চিমবঙ্গ অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল একাডেমির পক্ষ থেকে জানানো হয় এবার সুরজ সরেনকে খেলতে হবে ভারতবর্ষের হয়ে। আগামী সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাউথ এশিয়ান গেম। এখানেই ভারতবর্ষে অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল টিমে বাংলার থেকে চান্স পায় দুই ফুটবলার। তার মধ্যে একজন সুরজ সরেন। যার ফলে খুশির হওয়া এলাকা জুড়ে। তবে এই খুশির মধ্যেই কপালে চিন্তার ভাঁজ, সিঁদুরে মেঘ দেখছে তার পরিবারের লোকজন। শ্রীলঙ্কায় যেতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন, পাসপোর্ট তৈরি করতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো তাদের কাছে নেই! বাবা মা লোকের দুয়ারে কাজ করে কোনওমতে সংসার চালায়। এই পরিস্থিতিতে সুরজ সরেন এবং তার পরিবার সরকারি সাহায্যের আরজি জানাচ্ছে। এখন দেখার অভাব অনটনকে ঘুচিয়ে দেশের হয়ে ফুটবল খেলতে এবার বিদেশে পাড়ি দিতে পারে কিনা সুরজ সরেন।

আরামবাগে ফুচকা খেয়ে অসুস্থ প্রায় ২০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল একাধিক ছেলে-মেয়ে। প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন অসুস্থ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর ২ নং অঞ্চলের পূর্ব কেশবপুর গ্রামে। জানা গেছে, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দু'জন এবং একজন ভর্তি আর একটি নার্সিংহোমে। পাশাপাশি আরও যারা অসুস্থ হয়েছে তাদের জন্য আরামবাগ থেকে মেডিক্যাল টিম গিয়ে তাদের চিকিৎসা করছে। জানা গেছে, ফুচকা খেয়ে খাদ্য বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। এর মধ্যে চারজন চিকিৎসাধীন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গত শনিবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ইদ উৎসব অনুষ্ঠিত

হয়। সেই দিনই ওই এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা ফুচকা খে য়েছিলেন। আর সেই ফুচকা খেয়ে রবিবার থেকে প্রত্যেকের পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। এরপরে চারজনকে ভর্তি করা হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার এলাকায় মেডিক্যালের একটি টিম পাঠানো হয়। বাকিদের বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে। এলাকায় বসেছে মেডিকেল ক্যাম্প। এদিন অসুস্থদের দেখতে যান আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, জেলা পরিষদের সদস্য, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষরা। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দী জানান, পূর্ব কেশবপুরে ফুচকা খেয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়েছে, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। আর বাড়িতেও কিছু জন রয়েছেন।

চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে ৬ যাত্রীর মৃত্যু, আহত ৭

শীঘ্রই স্বয়ংক্রিয় দরজা চালু হবে: মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

মুম্বই, ৯ জুন: সোমবার সকালে থানে জেলার কোপার এবং ডিভা স্টেশনের মধ্যে লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে ৬ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ৭ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের কালওয়ার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে থানের কাসারার দিকে যাওয়ার পথে যখন পুষ্পক এক্সপ্রেস এবং কাসারা লোকাল একে অন্যকে পার করছিল। এই ঘটনায় কোপার এবং ডিভার মধ্যে রেললাইনে থেকে ৮ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতাল সূত্র মৃতদের সম্পর্কে তথ্য মেলেনি খবর মুদ্রণে যাওয়া পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, রেল প্রশাসন এই ঘটনার তদন্ত করবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে বেশ কয়েকজন যাত্রী ট্রেন থেকে পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ট্রেনের দরজায় ঝুলে ছিলেন অনেকে। সেই সময় হুড়োহুড়ির জেরে কয়েক জন রেললাইনে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকেরা পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন।

এই বিষয়ে মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বপ্নীল নীলা জানান, এই ধরনের ঘটনা এড়াতে শীঘ্রই স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ করার সুবিধা সহ ট্রেনগুলি চালু করা হবে। তিনি বলেন, 'যে ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) এবং কাসারার মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনের গার্ড আমাদের জানিয়েছেন, আটজন ট্র্যাক থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, রেলওয়ে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। এখন নতুন যে ট্রেনগুলি আসছে, সেগুলিতে স্বয়ংক্রিয় দরজা বন্ধ করার সুবিধা থাকবে, যাতে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।'

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে হত অতিরিক্ত এসপি

ছত্তিশগড়, ৯ জুন: মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারের। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অফিসার এবং জওয়ানও আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে ছত্তিশগড়ের দোন্দরার কাছে কোন্টা-এরাবোরে রোডে। বিস্ফোরণে মৃত পুলিশ অফিসারের নাম আকাশ রাও গিরিপুঞ্জে। তিনি সুকমা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে ছিলেন।

সম্প্রতি যৌথবাহিনীর অভিযানে খতম হয়েছেন একের পর এক মাওবাদী নেতা। এর প্রতিবাদে ১০ জুন ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে মাওবাদী সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)। বন্‌ধ সফল করতে মাওবাদীরা যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি করতে পারে, সে জন্য টহলে বেরিয়েছিল পুলিশের বাহিনী। কোন্টা এলাকায় পায়ে হেঁটেই টহল দিচ্ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তা থেকে জওয়ানরা। সে সময়ই মাটিতে পুঁতে রাখা আইইডিতে চাপ পড়ে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে আকাশ রাও ছাড়াও আহত হয়েছেন কোন্টার এসডিপিও এবং স্টেশন হাউস অফিসার। আরও এক জওয়ানও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোন্টা হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় আকাশ রাও নামের ওই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের। বাকি আহত পুলিশকর্মীদের চিকিৎসা চলছে। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চবন এই বিস্ফোরণের ঘটনা এবং আকাশ রাওয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজও বিস্ফোরণের ঘটনার কথা জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

বিরসা মুন্ডার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি-ভুবনেশ্বর-ভোপাল, ৯ জুন: বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে অমিত শাহ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। এদিন তিনি জানান, 'মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আদিবাসী পরিচয়ের প্রতীক ভগবান বিরসা মুন্ডা জির মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

তিনি আরও জানান, যে দৃঢ় সংকল্প এবং সীমিত সম্পদের সাহায্যে 'ধরতি আবা' আদিবাসী, শোষিত ও বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন এবং বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তা দেশের তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতার এক নতুন বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে। উপজাতি সমাজকে মান ও আত্মমর্যাদায় সমৃদ্ধ করতে অমূল্য অবদান রেখেছিলেন ভগবান বিরসা মুন্ডাজি। তিনি দেশবাসীর স্মৃতিতে সর্বদা জীবিত থাকবেন।

বিরসা মুন্ডার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বিরসা মুন্ডার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন, 'ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। ভারত মায়ের বীরসন্তান বিরসা মুন্ডা স্বাধীনতা ও জনজাতি সমাজের অধিকার ও পরিচয় রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবন সাহস, আত্মমর্যাদা ও ত্যাগের প্রতীক। তিনি অন্যায়, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তা আজও জনজাতি সমাজ সহ সমগ্র ভারতবাসীকে প্রেরণা জোগায়। জয় ধরতি আবা, জয় জোহার!'

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সোমবার ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করেছেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব জানিয়েছেন, 'আদিবাসীদের গর্ব, জনগণের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবসে প্রণাম জানাই। মাতৃভূমির সম্মান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান রক্ষায় আপনার অদম্য সাহস এবং সাহসিকতা অনন্তকাল অনুপ্রাণিত করবে। আপনি কেবল আদিবাসী সম্প্রদায়েরই নন, দেশেরও গর্ব। দেশ সর্বদা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

কুকুর নিয়ে চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইরানে

তেহরান, ৯ জুন: নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে ইরানের রাস্তাঘাটে কুকুর নিয়ে হাঁটা এবং যানবাহনে কুকুর নিয়ে যাওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। তেহরান-সহ অন্তত ১৮টি শহরে এ ধরনের নির্দেশনা কার্যকর করা হয়েছে। ইরানের প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তায় কুকুর নিয়ে হাঁটা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তারা আরও জানিয়েছেন, কুকুর নিয়ে হাঁটলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। যারা এই নির্দেশ মেনে চলবে না, তাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। উল্লেখ্য, ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে কুকুর পালনের প্রবণতাকে 'অপবিত্র' হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরও ইরানে তরুণ সমাজের মধ্যে কুকুর পালনের প্রবণতা বাড়ছে, যা অনেকেই কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ হিসেবে দেখছেন। একাংশের মতে, জনসাধারণের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হলে দেশের আইন কানুন ও অপরাধ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত, কিন্তু তা না করে কুকুর ও তার মালিকদের বিব্রত করা হচ্ছে।

সোমবার রাশিয়া ও ইউক্রেন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় করে। বন্দিদের মধ্যে বেশিরভাগই ২৫ বছরের কম বয়সি।

১১ জুন ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর হতে পারে!

ইসলামাবাদ, ৯ জুন: আগামী ১১ জুন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর জামিন মঞ্জুর হতে পারে উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলবন্দি হয়েছিলেন ইমরান খান। আল-কাদির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নাম করে ১৯০ পাউন্ডের দুর্নীতি করেছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী, এই অভিযোগেই ২০২৩ সালের অগস্ট মাস থেকে জেলে রয়েছেন ইমরান।

সম্প্রতি পিটিআই নেতা গোহার আলি খান দাবি করেছেন, আগামী ১১ জুন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে তোষাখানা মামলার শুনানি রয়েছে। শুনানিতে ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করা হতে পারে। শুধু তাই নয়। ওইদিনই জেল থেকে মুক্তি পাবেন তিনি। গোহারের এহেন মন্তব্যের পর থেকেই পাক দেশের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ইমরান খান। এই আবহে প্রায় ২ বছর পর জল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী।

CORRIGENDUM NOTICE

Revised date of download e-procruments for **Nit No-01/ GPGP/15th CFC Untied/ 2025-26, Sl. No- 7 and NIT No 02/ GPGP/15th CFC Tied/2025-26, Sl. No- 4,5 & 8** are given below.
Download Tender documents: **09-06-2025, at 14.00 hours**
Last Date of Download tender documents:- **14-06-2025 at 18.00 hours.**
Opening date of prequalification documents:- **16-06-2025 at 18.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Gurah Pashla Gram Panchayat
Nimgam Beluri, Nabagram Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ডেপুটি সিএমই/ওয়াগন ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত একক ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন **ক্রম. নং. : ১; ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এবং আপলোডের তারিখ: ই-ডিওয়াই-ডাব্লুডাব্লু-সিটিআরবি-কে-এনইআই-৫০০। তারিখ : ০৪.০৬.২০২৫;** কাজের নাম: একক টেন্ডারের ভিত্তিতে ওইএম-এর মাধ্যমে এক বছরের জন্য মেসার্স ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তৈরি ক্লাস-কে সিটিআরবি (৬ ১/২"x ৯") এর সংস্কার। **কাজের আনুমানিক খরচ :** ₹ ১,০৫,৬১,০০০.০০; **বায়না মূল্য :** ₹ ২,০২,৮০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.০৬.২০২৫; **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং বর্ণনা** www.ireps.gov.in; দরদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারে জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। (PR-234)

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of MODESTY Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. 05-0847, Plot No. AA-IIIB-78, Action Area-IIIB, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box No. T-1006/ 2025 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

TENDER NOTICE

E NIT No.: WBMAD/ULB/CCNAA/04/ e-tender/2025-26
Dated: 10.06.2025
Construction of smart class room of a Existing class Room Of Coopers Colony high school at ward no-5 Within Coopers Camp N A A. Details are available in the **www.wbtender,gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Coopers Camp N A A

Notice e-Tender

The Prodhan **Garibpur Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:07/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-5 NosWORKS) Dated: 05/06/2025.** Last date of Bid submission **17.06.2025 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

OFFICE OF THE
RAMPARA-II GRAM PANCHAYAT
P.O- REJINAGAR ✷ P.S. – REJINAGAR ✷ DIST- MURSHIDABAD

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 04/ RAMPARA-II GP/15CFC-TIED/ 2025-26 & 05/RAMPARA II GP/15 CFC-UNTIED/2025-26, With Vide Memo No. 185/R-II GP/2025 & 186/R-II GP/2025, Dated: - 05-06-2025,** The Last date for online submission of tender is **18/06/2025 upto 11.00 A.M.** For details, plea se visit website: - **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.

NOTICE INVITING TENDER

e-Tender has been invited for below-mentioned 7 (seven) no. of Seleme under 1**5th CFC/2025** Fund for **NIT No: JGP/454/15th CFC/2025, Date: 09.06.2025.**
Tender ID:
2025_ZPHD_860734_1
2025_ZPHD_860734_2
2025_ZPHD_860734_3
2025_ZPHD_860734_4
2025_ZPHD_860734_5
2025_ZPHD_860734_6
2025_ZPHD_860734_7
Details contact website:
www.wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/82/25-26
Dated 09.06.2025

E-Tenders are being Invited for : **INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 01 OF CITY. SONARPUR RAJPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 01. (i) SREENAGAR TELEPHONE EXCHANGE. (ii) SREENAGAR MANGAL CHANDI BHAWAN. (iii) SREENAGAR AIKYA SAMMILANI CLUB. (iv) SREENAGAR C-5 BUS STAND.** (Estimated Scan No. 286961) **a)** Date of uploadation: **10.06.2025 at 11-00 hrs. b)** Tender Value: **Rs:4,29,181.48, c)** Documents download starting date & time: **10.06.2025 at 11-00 hrs. d)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **17.06.2025 at 11-00 hrs. e)** Date & Time for Opening of Technical Bid: **20.06.2025 at 11-05 hrs. f)** Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER

E- tender invited by the Pradhan, **Natidanga- II Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIET NO. 05/Nati- II/05 th SFC/2025-26**, visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **09.06.2025 up to 5p.m.**
For details please contact to the office or
Sd/- Pradhan,
Natidanga- II Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-সিএবিএলই-এএসটিই-আরপিএইচ-২৫, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে বাতিল করা হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনের এএসটিই-রামপুরহাটের অধিক্ষেত্র-গুলিতে এজ কাম কন্ডিশন অনুযায়ী সিগন্যালিং কেবলের প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৯০,৬৮,০১৪.১২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৫,৯৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০৬.২০২৫। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.০৬ মিনিট।
(HWH-131/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স এস এস এ হায়ার পারচেজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৩, সাকলাত প্লেস, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭২ সম্পর্কিত
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২২ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "গুজরাত রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং III এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া - III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, ৭ম তল, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
এস এস এ হায়ার পারচেজ প্রা. লি. পক্ষে
স্বা/-
জয়েশ কানাইয়ালাল লালবনী
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ১০.০৬.২০২৫ ডিন-০২৯৯৬২৫৩

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬৭৯, তারিখ ০৬.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩৪৫৯। কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাস সময়সীমার জন্য টিকিয়াপাড়াতে এবং শটিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সের এসজিএসি কোচের "হিটাচি হাই রেল পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ" প্রস্তুতকারকের ২৫ কেভিএ ইনভার্টারের প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,১৬,৪৪৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,১৯,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ, দুপুর ৩টা। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-129/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly

e-Tender Notice

Tenderer are invited by the undersigned for 19 nos work Vide **NIT No. : 320 & 321/Khanakul-I GP/15th CFC/2025 &** 02 nos work Vide **NIT No.: 322/Khanakul-IGP/5th SFC/2024, Dated : 09/06/2025,** (e-Tender ID: **2025_ZPHD_860329, 2025_ZPHD_860329, 2025_ZPHD_860331**). Last Date of Submission of Tender Paper **18/06/2025,** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. MSVP/TGMCH/1748/2025 Dt. 06.06.2025

e-tender is invited by the MSVP from the reputed agencies for maintenance/renting of parking areas. Details can be downloaded from **www.wbhealth.gov.in** & **www.wbtender.gov.in,** Last date of Bidding is **20/06/2025.**
Sd/-
MSVP

ABRIDGED NIT
(Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat)

On behalf of **Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const of Seven(7) nos Civil works within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs. **293600/-,** and Tender IDs are **2025_ZPHD_860057_1,** respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **13/06/2025 up to 04:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan
Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under GP area vide **NIT No.: WB/HZP/BJ/BGP/NIT-3/15th FC/25-26 & Memo No.: 250/15th FC/BGP/2025-26, Date: 03.06.2025, NIT No.: WB/HZP/BJ/BGP/NIT-4/15th FC/25-26 & Memo No.: 251/15th FC/BGP/2025-26, Date: 04.06.2025. NIT No.: WB/HZP/BJ/BGP/NIT-5/15th FC/25-26 & Memo No.: 252/15th FC/BGP/2025-26, Date: 03.06.2025, NIT No.: WB/HZP/BJ/BGP/NIT-6/15th FC/25-26 & Memo No.: 253/15th FC/BGP/2025-26, Date: 03.06.2025.** Bid Submission Start Date: **04.06.2025 at 01.00 PM (NIT-3), 10.00 AM (NIT-4), 02.40 PM (NIT-5) & 03.00 PM (NIT-6).** Last Date of Bid Submission: **12.06.2025 up to 05.00 PM.** Date of Opening: **16.06.2025 at 01:00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 16(2nd)/2025-2026 and NIeT-96 to 99/2025-2026
Dated- 09-06-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Jhargram, Purulia and Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **10-06-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **23-06-2025 upto 3.00 pm**
Date: 09.06.2025 **Sd/- Executive Engineer**

রুমঝুম বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : U51909JH1982PLC013804
রেজিস্টার্ড অফিস : জোড়াফটক রোড, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড-৮২৬০০১
ইমেল ঠিকানা : rahul.observer@gmail.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ অনুসারে, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর সাথে পঠিত, যতদূর অবহিত করা হয়েছে, কোম্পানি ২৮ মে, ২০২৫ তারিখে ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, প্রস্তাবিত রেজোলিউশন এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ, একটি পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং একটি স্ব-সম্বোধিত, প্রিপেইড ডাক খাম, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের নাম ২৩ মে, ২০২৫ তারিখে শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টারে রয়েছে, তাদের সম্মতি চেয়ে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত করার জন্য, যা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদান সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন করার প্রস্তাব করেছে।
শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে হবে যে ই-ভোটিং এর বিকল্পটিও উপলব্ধ যা ২৯ মে, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তৌসিফ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (সি.পি. নং - ১৮১৭০) কে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে বিকেল ৫টার মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ই-ভোটগুলি এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই ধরণের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
যে কোনও শেয়ারহোল্ডার যারা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির কাছে একটি ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের rahul.observer@gmail.com ই-মেইলে শ্রী রাহুল আগরওয়ালের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্থান : ধানবাদ **রুমঝুম বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড**
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৫ চেয়ারম্যান

হিন্দ ইলেক্ট্রিক্যালস অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : U31909WB1958PLC023885
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ ক্লাইভ রো, ৪র্থ তল, আর নং ৭৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১; **ইমেল ঠিকানা :** agarwalvarun999@gmail.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ অনুসারে, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর সাথে পঠিত, যতদূর অবহিত করা হয়েছে, কোম্পানি ২৮ মে, ২০২৫ তারিখে ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, প্রস্তাবিত রেজোলিউশন এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ, একটি পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং একটি স্ব-সম্বোধিত, প্রিপেইড ডাক খাম, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের নাম ২৩ মে, ২০২৫ তারিখে শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টারে রয়েছে, তাদের সম্মতি চেয়ে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত করার জন্য, যা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদান সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন করার প্রস্তাব করেছে।
শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে হবে যে ই-ভোটিং এর বিকল্পটিও উপলব্ধ যা ২৯ মে, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তৌসিফ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (সি.পি. নং - ১৮১৭০) কে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে বিকেল ৫টার মধ্যে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে প্রাপ্ত সমস্ত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ই-ভোটগুলি এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই ধরণের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।
যে কোনও শেয়ারহোল্ডার যারা পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির কাছে একটি ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্মের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সাথে সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের agarwal.varun.999@gmail.com ই-মেইলে শ্রী বরুণ আগরওয়ালের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্থান : কলকাতা **হিন্দ ইলেকট্রিক্যালস অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৫ চেয়ারম্যান

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে রেগুলেশন ৩২(ই) এবং তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৩২এ,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনস ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম অধীনে। উক্ত প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই।
নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট, এক বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম রোর্ড কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইতাদি দাখিল	: ১০.০৬.২০২৫ থেকে ০১.০৭.২০২৫ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	১০.০৬.২০২৫ থেকে ১১.০৭.২০২৫ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.০৭.২০২৫, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৩২(ই) তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৩২এ অধীনে :

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫.০৭.২০২৫, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
(প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
পছন্দ ১ (ব্লক -এ) সমুদয় কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে, রেগুলেশন ৩২(ই) তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৩২ এ অধীনে	২৫,০০,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত।
পছন্দ ২ (ব্লক -বি(১) প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি	২০,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
পছন্দ ৩ (ব্লক-বি (২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীনে জমির এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক	৯,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০০	১০,০০,০০০	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

৪.৯৩১২ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ সমুদয়, অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪, মৌজা রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীনে জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত প্লট নং এল৫, এল৬, এল৭, এল১৩, এল১৪ এবং এল১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর-৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। লিজ অধীন জমির জন্য ১ শতাংশ ফি প্রযোজ্য। বিস্তারিত নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হবে।

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট ডেটরের বিক্রয় চালু সংস্থা হিসেবে সফল হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**
আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথিপত্র, প্রযোজ্য সমস্ত শর্তাবলী সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-এর মাধ্যমে অথবা silvertonspinners.liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমাণের পেমেন্ট সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।
সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অথবা ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, স্থান পরিদর্শনের সময় সম্পদের মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ, যদি থাকে, সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত।
প্রতীম বয়াল
তারিখ : ১০.০৬.২০২৫ **সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড-এর বিষয় সম্পর্কিত**
স্থান : কলকাতা **রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**

রেজি. অফিস ঠিকানা : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ	প্রকল্প-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা : ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ যোগাযোগ নম্বর : (+৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২ **ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট)** silvertonspinners.liquidation@gmail.com

স্পেনকে হারিয়ে শিরোপা পর্তুগালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিউনিখ: জার্মানির মিউনিখে রবিবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে স্পেনকে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। নির্ধারিত সময়ে দুটি দলই দুটি করে গোল করে। ম্যাচ চলে যায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে কোনো গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের মিমাংসা হয় টাইব্রেকারে। আর টাইব্রেকারে জিতে প্রথম দল হিসেবে একাধিকবার উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন হল পর্তুগিজরা। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জিতেছে পর্তুগাল।

টাইব্রেকারে পর্তুগালের হয়ে গোল করেছেন গনসালো রামোস, ভিতিনিয়া, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, নুনো মেন্দেজ ও রুবেন নেভেস। স্পেনের হয়ে প্রথম তিন শটে গোল করেন মিকেল মেরিনো, অ্যালেক্স বায়েনা ও ইসকো। আলভারো মোরাতা চতুর্থ শটটি গোল করতে পারেননি।

ম্যাচের শুরুতেই স্পেন বলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। মার্তিন জুবিমেন্দি ২১ মিনিটে এগিয়েও দিয়েছিলেন স্পেনকে। ৫ মিনিট পর পর্তুগিজরা সমতায় ফেরে নুনো মেন্দেজের গোলে। তবে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগে স্পেনকে আবার এগিয়ে দেন মিকেল ওইয়ারসাবাল।

বিরতির পর ৬১ মিনিটে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর হেড এ সমতায় ফেরায় পর্তুগালকে। এরপর দুই দলই চেষ্টা করলেও নির্ধারিত সময়ে আর কোনওর গোল হয়নি। শেষমেশ টাইব্রেকারে চলে যায় ম্যাচ।

ম্যাচে বল দখল, গোলের জন্য শট দুটি লক্ষ্যেই এগিয়ে ছিল স্পেন। ৬১ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে ১৬টি শট নিয়েছিল তারা, এর ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে পর্তুগালের সাত শটে জালে যাওয়া দুটি শটই ছিল কেবল লক্ষ্যে।

আগামী মরসুমে আল-নাসেরেই থাকবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিয়াদ: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিশ্চিত করেছেন যে তিনি আগামী মরসুমে আল-নাসরের হয়েই খেলবেন। রোনাল্ডোর এই ঘোষণা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সব জল্পনার অবসান হল। রোনাল্ডো তার তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিরোপা উদযাপন করছেন স্পেনকে হারিয়ে উয়েফা নেশনস লিগে। এই ম্যাচে গোল করে রোনাল্ডো তার ১৩৮ তম আন্তর্জাতিক গোল উদযাপন করছেন, তার গোলেই ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে গেছে পর্তুগাল । এবং পেনাল্টি শুট আউট এ পর্তুগাল উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়।

জয়ের পর, রোনাল্ডো স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি সৌদি প্রো লিগ ক্লাবের সঙ্গেই থাকার পরিকল্পনা করছেন। ক্ষ্মআমার ভবিষ্যৎ? মূলত কিছুই বদলাবে না,ক্ষ্ম তিনি বলেছেন। আল-নাসরেই থাকবেন কিনা সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হলে, রোনাল্ডোর উত্তর দেন ক্ষ্মহ্যাঁ ক্ষ্ম নেশনস লিগ শিরোপা রোনাল্ডোর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সম্মানের সংগ্রহে যোগ করেছে, তার ইউরো ২০১৬ এবং ২০১৯ নেশনস লিগ পদকগুলিতে যোগ করেছে।

১৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া ৩২ দলের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, রোনাল্ডো গত সপ্তাহে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন না।

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ

অনায়াস জয়ে সিরিজ ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্রিস্টল: ব্রিস্টলে রবিবার রাতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে জয় পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করল স্বাগতিকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৬ রান তারা পেরিয়ে যায় ৯ বল বাকি থাকতেই।

প্রথম ম্যাচে ২১ রানে জিতেছিল তারা। ইংল্যান্ডের জার্সিতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সবশেষ ম্যাচ খেলেছিলেন উড। ২০ মাস পর জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে নেমে দারুণ বোলিংয়ে ২৫ রান খরচায় ২ শিকার ধরলেন তিনি। জিতে নিলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার। আর ম্যান অব দা ম্যাচ হয়েছেন লুক উড।

ম্যাচে ৫০ রান করতে পারেননি কেউ। সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শেই হোপ। চল্লিশ ছোঁয়া ইনিংস খেলেছেন তার সতীর্থ জনসন চার্লস ও ইংল্যান্ডের জস বাটলার। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ আগামী মঙ্গলবার, সাউথ্যাম্পটনে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইতিহাস গড়তে মাদ্রিদে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের হতাশার অন্ধকারে আশার আলো জেলে দিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল। আন্তর্জাতিক "MADCUP" প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে একটি ভারতীয় দল, যা দেশের জন্য গর্বের বিষয়। ২০ জুন থেকে মাদ্রিদের ৩২টি ভেন্যুতে শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট, যেখানে রিয়াল মাদ্রিদ, অ্যাটলেটিকো, জুভেন্টাস, সেভিল্লা-সহ বিশ্বের ৩৫টি দেশের শীর্ষ যুব দল অংশ নিচ্ছে। আয়োজনে রয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও রাষ্ট্রসংঘের পর্যটন শাখা। এই সুযোগ শুধু জেভিয়ার্সের নয়, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্যও এক বিশাল মাইলফলক।

মোহনবাগানের স্বার্থে সমঝোতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিন ধরেই মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম ছিল ময়দান। জোরদার প্রচারে নেমেছিল দুই পক্ষ, দেবাশিস দত্ত এবং সৃঞ্জয় বোস। রবিবার পর্যন্ত দুই পক্ষর সমর্থনে সদস্যদের সভা, প্রচার, একে-অপরকে কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলছিল। সোমবারের বিকেলে মোহনবাগান তাঁবুতে কান পাতলে 'মিলনের' সুর শোনা যাচ্ছিল। তাঁবুতে চাঁদের হাট, দুপুর দেড়টা থেকেই আসতে শুরু করেন সদস্যরা। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সচিব পদের জন্য সৃঞ্জয় বোস মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন।

ক্লাবের উন্নতির স্বার্থে দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয় বোস সমঝোতা করেই এগিয়ে যেতে চান। সচিব পদে থাকছেন সৃঞ্জয়, দেবাশিস দত্ত সভাপতি হতে পারেন। এছাড়াও মোট ২২টি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সদস্যরা। সৃঞ্জয় বোসের নেতৃত্বে গঠিত নয়া কার্যকরী কমিটি সভাপতি হিসেবে দেবাশিসের নামই মনোনীত করবে। সেই কমিটিতে রয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার শিল্টন পালের নামও। এদিন ক্লাব চত্বরে যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সৃঞ্জয়-দেবাশিস। মোহনবাগানের স্বার্থে, ক্লাবের কথা মাথায় রেখেই একসঙ্গে হাত মেলালেন। নতুন কার্যকরী কমিটি মোহনবাগানের 'সেরা একাদশ' হিসেবে কাজ করবে, প্রতিশ্রুতি দিলেন দুইজনই।

মোহনবাগানের স্বার্থে সমঝোতা করলেন সৃঞ্জয়-দেবাশিস।

সাংবাদিক সম্মেলনে দেবাশিস দত্ত বললেন, সৃঞ্জয় আমার অত্যন্ত ভালো বন্ধু, পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। কোনও কারণ বশত দুটি দল তৈরি হয়েছিল। তবে মোহনবাগানের স্বার্থে আমি ও সৃঞ্জয় একসঙ্গে বসে আলোচনা করি। আমরা সেরা কর্মকর্তাদের নিয়ে সেরা কমিটি তৈরি করব, যারা আগামী দিনে সাফল্যের ধ্বজা ওড়াবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সাফল্য এনে দেব। আজ থেকে আমরা এক, এটা 'মোহনবাগান টিম'।

সৃঞ্জয় বোসের কথায়, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নির্বাচনের কারণে আমরা সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে খুব ভালো ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি। সদস্যদের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরি করাটাই আসল। সকলের সমস্যার কথা শুনেছি। দু'পক্ষই সদস্য-সমর্থকদের কাছে গিয়েছি। আমরা সবাই মিলিত ভাবে মোহনবাগানের সেরা একাদশ হয়ে সদস্য-সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করব।

সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের মিলিত কমিটির তালিকা

সাধারণ সচিব: সৃঞ্জয় বোস
সহকারী সচিব: সত্যজিৎ চ্যাটার্জি
কোষাধ্যক্ষ: সন্দীপন ব্যানার্জি
অর্থ সচিব: সুরজিৎ বোস
মাঠ সচিব: শাশ্বত বোস
ফুটবল সচিব: স্বপন ব্যানার্জি
ক্রিকেট সচিব: সম্রাট ভৌমিক
হকি সচিব: শ্যামল মিত্র
অ্যাথলেটিক্স সচিব: পিন্টু বিশ্বাস
টেনিস সচিব: সিদ্ধার্থ রায়
যুব ফুটবল সচিব: শিল্টন পাল

এছাড়াও কার্যকরী সদস্যরা মুকুল সিনহা, সোহিনী মিত্র চৌবে, সোমেশ্বর বাগুই, কাশীনাথ দাস, দেবপ্রসাদ মুখার্জি, সুদীপ্ত ঘোষ, দেবজ্যোতি বসু, রঞ্জন বোস, পার্থজিৎ দাস, সঞ্জয় মজুমদার এবং অনুপম শাহু।

এমবাপের নৈপুণ্যে জার্মানিকে হারিয়ে তৃতীয় ফ্রান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্যারিস: ঘরের মাঠে উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন জার্মানির ভঙ্গ হয়েছিল আগেই। এবার শেষটাও ভালো গেল না জার্মানির। কিলিয়ান এমবাপের নৈপুণ্যে জার্মানিকে হারিয়ে নেশন্স লিগে তৃতীয় হলো ফ্রান্স।

স্টুটগার্টে রবিবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জার্মানির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। প্রথমার্ধের শেষ দিকে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে জার্মানির সব আশা শেষ করে দেন মাইকেল ওলিসে। ২০২০-২১ মরসুমের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

রোমাঞ্চকর ফাইনালে সিনারকে হারিয়ে শিরোপা জিতলেন আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, প্যারিস: ফ্রেঞ্চ ওপেনের উন্মুক্ত যুগের ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনাল (৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট) জিতে শিরোপা ধরে রাখলেন স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাজ। ফরাসি ওপেনের পুরুষ এককের উন্মুক্ত যুগের আগের দীর্ঘস্থায়ী ফাইনালের রেকর্ডটি ছিল ম্যাট ভিলেন্ডার ও গুইলের্মো ভিলাসের। ১৯৮২ সালের ফাইনালে এই দুজনের লড়াই স্থায়ী হয়েছিল ৪ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। সিনারকে রবিবার ফাইনালে ৪-৬, ৬-৭ (৪-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (১০-২) ব্যবধানে হারালেন আলকারাজ।

এই নিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেতে পেতেও পেলেন না সিনার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দুটি (২০২৪ ও ২০২৫) এবং ইউএস ওপেনের ১টি (২০২৪) ট্রফি জিতেছিলেন সিনার। আর এই জয়ে টানা দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। এই স্প্যানিয়ার্ডের আগে থেকেই ছিল দুটি উইম্বলডন ও একটি করে ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেন ট্রফি।

আলাকারাজের শুরুটা ছিল একেবারেই সাদামাটা। পরপর দুই সেট হারের পর তৃতীয় ও চতুর্থ সেট জিতে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানো কার্লোস আলকারাজই শেষ পর্যন্ত হেসেছেন

চ্যাম্পিয়নের হাসি। অলকারাজ শুরুর প্রথম সেট সিনারের কাছে হারেন ৬-৪ গেমে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জমে ওঠে দ্বিতীয় সেটে। টাইব্রেকারে ৭-৬ (৭-৪) ব্যবধানে জিতে সিনার প্রথমবার এই ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন। তৃতীয় সেটে সিনারকে ৬-৪ গেমে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেন আলকারাজ।

চতুর্থ সেটে এক পর্যায়ে ৩-৩ সমতায় থাকার পর আলকারাজের সার্ভিস ব্রেক করে এগিয়ে যান সিনার। সিনার ব্যবধান বাড়িয়ে নেন ৫-৩ গেমে। আলকারাজও এবার পাল্টা দেন। ৬-৬ সমতার পর টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে জেতেন। এরপর ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় পঞ্চম সেটে। শিরোপা নির্ধারণী এই সেটও ছিল রোমাঞ্চে ভরা। সিনারের সার্ভিস ব্রেক করে আলকারাজ এগিয়ে যান শুরুতেই। ছন্দ হারিয়ে ৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে মেজাজও হারান সিনার। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পর্যায়ে ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান তিনি। পরের গেমেই দুর্দান্ত খেলে ৬-৬ সমতা ফেরান আলকারাজ। টাইব্রেকারে গড়ায় এই সেটের ভাগ্যও। সেখানে ১০-২ ব্যবধানে জিতে শেষ হাসি হাসেন আলকারাজই।

জাতীয় দল বয়কট করলেন রবার্ট লেভানদোস্কি

নিজস্ব প্রতিবেদন বার্সেলোনা: কোচ মিচেল প্রেবিয়ার্জের সঙ্গে বিবাদের জেরে জাতীয় দলের হয়ে খেলা বয়কট করেছেন বার্সেলোনার পোলিশ তারকা রবার্ট লেভানদোস্কি। তিনি বলছেন, প্রোবিয়ার্জ যতদিন কোচের পদে থাকবেন তিনি ততদিন পোল্যান্ডের জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন না! আর তার এই ঘোষণার পরেই শুরু হয়েছে তোলপাড়।

লেভানদোস্কি পোল্যান্ডের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৫৮ ম্যাচে ৮৫টি গোল করেছেন। জাতীয় দল বয়কটের বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স' -এ তিনি রবিবার লিখেছেন, 'পরিস্থিতি এবং কোচের ওপর আস্থা হারানোর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কোচ যতদিন দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন আমি পোল্যান্ডের হয়ে খেলব না,এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

২০২৩ সাল থেকে পোল্যান্ডের জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন প্রোবিয়ার্জ। তার অধীনে

২০২৪ ইউরো ফাইনালের গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়েছিল পোল্যান্ড। সম্প্রতি তিনি লেভানদোস্কির জায়গায় পিওতর জেলনস্কিকে অধিনায়ক করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এরপরও অবশ্য লেভানদোস্কি জাতীয় দলে ফেরার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন, 'আশা করি বিশ্বের সেরা ফুটবল সমর্থকদের সামনে আবারও খেলতে পারব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**